# ইস্‌লাম ও সঙ্গীত।



## প্রথম ভাগ।

বঙ্গের আওলিয়াকুল শ্রেষ্ঠ এমামোল মিল্লাতে অদ্দীন, শায়খোল হোদা, হাদিয়ে জামা'ন, সুপ্রসিদ্ধ পীর জনাব মওলানা শাহ সুফী

মোহাম্মদ আবুবকর সাহেব

কর্ত্তৃক অনুমোদিত।

জেলা ২৪ পরগণা—পোঃ টাকী, সাং নারায়ণপুর নিবাসী
খাদেমুল ইসলাম,

মোহাম্মদ রুহল আমিন কর্ত্তৃক

প্রণীত ও প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণ

৪৭ নং রিপন ষ্ট্রীট, হানাফী মেশিন প্রেস হইতে
মুনশী মোহাম্মদ শুকুর আলি দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩৩৫ সাল।

মূল্য ॥০ আট আনা মাত্র।

الحمد لله رب العلمين و الصلوة و السلام على رسوله
سيدنا محمد و آله و صحبه اجمعين

# ইসলাম ও সঙ্গীত।

## প্রথম ভাগ।

### মোহাম্মদী-সম্পাদক মৌলবী আকরাম খাঁ লিখিত 'সমস্যা ও সমাধান' শীর্ষক প্রবন্ধের প্রতিবাদ।

অন্যূন এক বৎসর পূর্ব্বে "মোহাম্মদী"র পরিচালক ও সম্পাদক মৌঃ আকরাম খাঁ ছাহেব একখানি বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়া জানাইয়াছিলেন যে, বর্ত্তমান সময়ে একদল নবীন ইছলামের বিরুদ্ধে মশিযুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, কাজেই তাহাদের বিষদন্ত ভগ্ন করিতে মোহাম্মদীর মাসিক সংস্করণ বা "মাসিক মোহাম্মদী" পত্রিকা প্রকাশ অনিবার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। আমরা তাঁহার এই বিজ্ঞাপন প্রাপ্ত হইয়া যথার্থই আনন্দিত হইয়াছিলাম। আমরা ভাবিয়াছিলাম, এতদিন পরে সমাজের অবস্থা দেখিয়া সত্য সত্যই হয়ত খাঁ ছাহেবের সুমতি ফিরিয়া আসিয়াছে। কিন্তু এখন আমরা

"কাতাদা একরামা হইতে, তিনি (হজরত) এবনে আব্বাছ হইতে রেওয়াএত করিয়াছেন, سامدون 'ছামেদুন' (ছমুদ ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে)। উহার অর্থ সঙ্গীত, যখন কাফেরেরা কোর-আন শ্রবণ করিত, সঙ্গীত করিত ও ক্রীড়া-কৌতুকে লিপ্ত হইত, ইহা এমনবাসিদিগের ভাষা।"

তফছিরে দোরে মনছুর, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১৩১।১৩২ পৃষ্ঠা,—

اخرج عبد الرزاق و الفريابي و ابو عبيد و عبد بن حميد و ابن ابي الدنيا و البزاز و ابن جرير و ابن المنذر و ابن ابى حاتم و البيهقى عن ابن عباس فى قوله و انتم سامدون قال الغناء باليمانية كانوا اذا سمعوا القرآن تغنوا و لعبوا ❋

"আবহুর রজ্জাক' ফারইয়াবি, আবু-ওবাএদ, আব্দ-বেনে-হোমাএদ, এবনো-আবিদ্দ নইয়া, বাজ্জাজ, এবনো-জরির, এবনোল-মোঞ্জের, এবনো-আবিহাতেম এবং বয়হকি আল্লাহ-তায়ালার কালাম وانتم سامدون অ-আন্তম ছামেদুন" এর (ব্যাখ্যায়) হজরত এবনো-আব্বাছ হইতে রেওয়াএত করিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন, এমনবাসিদিগের ভাষায় (ছমুদ শব্দের) অর্থ সঙ্গীত। যখন কাফেরেরা কোর-আন শ্রবণ করিত, সঙ্গীত ও ক্রীড়া-কৌতুক করিত।"

এইরূপ তফছিরে ফৎহোল বায়ানের ৯ম খণ্ডের ১৪৮ পৃষ্ঠায় উক্ত আয়তের নাজেল হওয়ার কারণ লিখিত হইয়াছে। এবনো-জরির, ২৭শ খণ্ড, ৪৩।৪৪ পৃষ্ঠা।

و انتم سامدون يقول و انتم لاهون عما فيه من العبر و الذكر معرضون عن آياته يقال للرجل دع منك سمودك يراد به دع عنا لهوك و بنحو الذي قلنا فى ذلك قال

اهل التاويل و اختلفت الفاظهم فقال بعضهم غافلون و قال بعضهم مغنون و قال بعضهم متبرطمون ❋

و انتم سامدون "অ-আন্তুম ছামেদুন, এর অর্থ—অথচ তোমরা কোর-আনে যে উপদেশাবলী ও জেকর আছে, উহার উপর ক্রীড়া করিতেছ এবং উহার আয়ত সমূহ হইতে বিমুখ হইতেছ। কেন লোককে বলা হইয়া থাকে, دع عنك سمودك ইহার এইরূপ অর্থ গ্রহণ করা হয় যে, তুমি তোমা হইতে তোমার ক্রীড়া ত্যাগ কর।

আমি এতৎ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, তফছির কারকগণ তাহাই বলিয়াছেন। তাঁহাদের শব্দ এবারতে ভিন্ন ভিন্ন হইয়াছে ;—কেহ বলিয়াছেন, বিমুখ হইয়াছ। কেহ বলিয়াছেন, সঙ্গীত করিতেছ। আর অন্যে বলিয়াছেন, অহঙ্কার বশতঃ মস্তক উন্নত করিতেছ।"

তৎপরে উক্ত এবনো-জরির বর্ণনা করিয়াছেন ;—

عن عكرمة عن ابن عباس قال السامدون المغنون بالحميرية ❋

"একরামা-এবনো-আব্বাছ হইতে রেওয়াএত করিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন, হেমইয়ারিয়া ভাষাতে السامدون এর অর্থ সঙ্গীত-কারিগণ।"

এবনো-আব্বাছ আরও উহার অর্থে বলিয়াছেন ;—

قوله سامدون يقول لاهون

'ছামেদুন'এর অর্থ ক্রীড়াকারিগণ।

তিনি আরও উহার অর্থে বলিয়াছেন ;—

قال كانوا يمرون على النبي صلى الله عليه و سلم شامخين ❋

"কাফেরগণ নবি ( ছাঃ ) এর নিকট মস্তক উন্নত করিয়া গমন করিত।

মোজাহেদ হইতে উল্লিখিত হইয়াছে :—

قال هى البرطمة

"উহার অর্থ অহঙ্কার বশতঃ মস্তক উন্নত করা।"

হাছান বাছারি হইতে উল্লিখিত হইয়াছে ;—

قال غافلون উহার অর্থ উদাসীন ও বিমুখ।

জোহাক হইতে উল্লিখিত হইয়াছে ;—

السمود اللهو و اللعب 'ছমুদ' এর অর্থ ক্রীড়া কৌতুক।"

তফছির দোরে-মনছুর, ৬।১৩১।১৩২ পৃষ্ঠা ;—

হজরত এবনো আব্বাছ উহার তিন প্রকার অর্থ লিখিয়াছেন, প্রথম ক্রীড়াকারী বিমুখ, দ্বিতীয় সঙ্গীতকারী, তৃতীয় মস্তক উন্নতকারী।

একরামা উহার অর্থ সঙ্গীতকারী বলিয়াছেন।

কাতাদা উহার অর্থ উদাসীন বলিয়াছেন।

ফৎহোল বায়ান, ৯।১৪৮ পৃষ্ঠা :—

قال ابن العربي السمود اللهو يقال للقينة اسمدينا اى الهينا بالغناء ❋

এবনো আরাবি বলিয়াছেন, 'ছমুদ'এর অর্থ ক্রীড়া করা। গায়িকাকে বলা হয়, اسمدينا আমাদিগকে সঙ্গীতে বিমুগ্ধ কর।

قال ابن عباس لاهون معرضون عنه و عنه قال هو الغناء باليمانية ❋

"এবনো আব্বাছ বলিয়াছেন, উহার অর্থ ক্রীড়াকারী বিমুখ। আরও তিনি বলিয়াছেন, এমনবাসিদিগের ভাষাতে উহার অর্থ সঙ্গীত।"

قال ابو عبيدة السمود الغناء بلغة حمير يقولون يا جارية اسمدي لنا اي غنى ❋

আমরা খাঁ ছাহেবকে আরও কয়েকটী প্রশ্ন করিতেছি ;— নপুংসকের কাফনের ব্যবস্থার স্পষ্ট অভিমত কোর-আন ও হাদিছে আছে কি ? যদি থাকে, তবে তিনি তাহা প্রকাশ করুন। আর যদি না থাকে, তবে তিনি নপুংসককে বিনা কাফনে দফন করার ফৎওয়া প্রকাশ করিয়া স্বীয় অপূর্ব্ব বিদ্যা জাহের করুন।

কুকুর, ব্যাঘ্র ও ভল্লুকের মলমূত্রের ব্যবস্থা স্পষ্টভাবে কোর-আন ও হাদিছে আছে কি ? যদি থাকে, তবে তিনি তাহা প্রকাশ করুন, আর যদি না থাকে, তবে তৎসমস্তের মলমূত্র পাক হওয়ার ফৎওয়া জারী করিয়া অজ্ঞানান্ধ আহলে-হাদিছ মোহাম্মদী সম্প্রদায়কে সুপথ প্রদর্শন করুন।

খাঁ ছাহেব যখন আহলে-হাদিছ হওয়ার দাবি করিয়া থাকেন, তখন তাঁহাকে নিম্নোক্ত প্রশ্ন করার অধিকার আমাদের আছে ;—

হাদিছ কাহাকে বলে ? হাদিছ কয় প্রকার ? হাদিছ ছহিহ কাহাকে বলে ? হাছান হাদিছ গ্রহণীয় কিনা ? কোন্ কোন্ প্রকার হাদিছ গ্রহণীয় ? কোন্ কোন্ প্রকার পরিত্যাজ্য ? মোহাদ্দেছগণ ছহিহ হাদিছ নির্ব্বাচনে যে সমস্ত মত প্রকাশ করিয়াছেন, তৎসমস্ত সত্য কিনা ? ইত্যাদি ইত্যাদি বিষয়গুলির ব্যবস্থার স্পষ্ট অভিমত কোর-আন ও হাদিছে আছে কিনা ? যদি থাকে, তবে তিনি পেশ করুন, আর যদি না থাকে, তবে মোহাদ্দেছ-গণের সমস্ত হাদিছ-তত্ব বাতীল হইবে না কেন, তাহাও তিনি স্পষ্ট-ভাবে বলুন।

পাঠক, এক্ষণে কোর-আনের তফছির সম্বন্ধে কয়েকটী কথা প্রকাশ করা জরুরি বলিয়া বোধ হইতেছে। মনযোগ সহকারে ইহা পাঠ করিলে, খাঁ ছাহেবের অনেক দাবির অসারতা বুঝিতে পারা যাইবে।

এমাম জালালুদ্দিন ছাইউতি তফছিরে-এৎকানের ১৭৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

قال ابن تيمية يجب ان يعلم ان النبي صلى الله
عليه و سلم بين لاصحابه معانى القرآن كما بين لهم
الفاظه فقوله تعالى لتبين للناس مانزل اليهم يتناول
هذا و هذا و قد قال ابو عبد الرحمن السلمي حدثنا
الذين كانوا يقرؤن القرآن كعثمان بن عفان و عبد الله
بن مسعود و غيرهما انهم كانوا اذا تعلموا من النبي
صلى الله عليه وسلم عشر آيات لم يتجاوزوها حتى
يعلموا ما فيها من العلم والعمل قالوا فتعلمنا القرأن
و العلم و العمل جميعا و لهذا كانوا يبقون مدة في حفظ
السورة و قال انس كان الرجل اذا قرأ البقرة و آل عمران
جد في اعيننا رواه احمد في مسنده و اقام ابن عمر
على حفظ البقرة ثمان سنين اخرجه في الموطا و ذالك
ان الله قال كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا آياته
و قال افلا يتدبروا القرآن - تدبر الكلام بدون فهم معانيه
لا يمكن و ايضا فالعادة تمنع ان يقرأ قوم كتابا في فن
من العلم كالطب و الحساب و لا يستشرحونه فكيف بكلام الله
الذي هو عصمتهم و به نجاتهم و سعادتهم و قيام دينهم
و دنياهم و لهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن
قليلا جدا ❋

"এবনো তায়মিয়া বলিয়াছেন, ইহা অবগত হওয়া ওয়াজেব যে, নিশ্চয় নবী (ছাঃ) নিজের ছাহাবাগণের নিকট কোর-আন শরিফের অর্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন, যেরূপ তাঁহাদের নিকট উহার শব্দগুলি ব্যক্ত করিয়াছিলেন। আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন ;—"( আমি

তোমার উপর কোর-আন নাজেল করিয়াছি), এই হেতু যে তুমি লোকদিগের নিকট যাহা তাহাদিগের উপর নাজেল করা হইয়াছে তাহা প্রকাশ করিবে।" ইহাতে কোর-আনের অর্থ ও শব্দ উভয় বিষয় প্রকাশ করা বুঝা যাইতেছে।

"আবু আবতুর রহমান ছালামি বলিয়াছেন, (হজরত) ওছমান বেনে আফ্যান, আবদুল্লাহ বেনে মছউদ প্রভৃতির ন্যায় যাঁহারা কোর-আন পাঠ করিতেন, নিশ্চয় তাঁহারা যখন নবী (ছাঃ)এর নিকট দশ আয়ত শিক্ষা করিতেন, যতক্ষণ না তাঁহারা তৎসমস্তের মধ্যে এল্‌ম ও আমল নিহিত আছে অবগত হইতেন, ততক্ষণ (অন্য আয়ত শিক্ষা করিতে) অগ্রসর হইতেন না। তাঁহারা বলিয়াছেন, আমরা কোর-আন, এল্‌ম ও আমল সমুদয় শিক্ষা করিয়াছি। এই হেতু তাঁহারা একটী ছুরা স্মরণ করিতে অনেক দিবস সময় লইতেন।

(হজরত) আনাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, যখন কোন ব্যক্তি ছুরা বাকারা ও আল্ এমরাণ পাঠ করিতেন, তখন সে ব্যক্তি আমাদের চক্ষে গৌরবান্বিত প্রতিপন্ন হইতেন। (এমাম) আহমদ নিজের মছনদে উহা রেওয়াএত করিয়াছেন। (হজরত) এবনো ওমার (রাঃ) ছুরা বাকারা স্মরণ করিতে ৮ বৎসর সময় লইয়াছিলেন। (এমাম মালেক) উহা মোয়াত্তা কেতাবে উল্লেখ করিয়াছেন।

ইহার কারণ এই যে, আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন, "আমি তোমার উপর এক মোবারক কেতাব নাজেল করিয়াছি, যেন লোকে উহার আয়তগুলিতে অনুধাবন করে।" আল্লাহ আরও বলিয়াছেন, "তাহারা কি কোর-আন অনুধাবন করিবে না?" কোন কালামের অনুধাবন করা উহার অর্থগুলি না বুঝিলে সম্ভব হইবে না।

কোন সম্প্রদায়ের চিকিৎসা-বিদ্যা, অঙ্ক শাস্ত্রের ন্যায় কোন বিদ্যার গ্রন্থ প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিবার চেষ্টা না করিয়া পাঠ করা অস্বাভাবিক।

কাজেই, আল্লাহতায়ালার কালাম—যাহা তাহাদের পবিত্রতা, মুক্তি, সৌভাগ্য এবং দীন দুন্‌ইয়ার সুপরিচালিত হওয়ার কারণ, ( উহার অর্থ না বুঝিয়া ছাহাবাগণের শিক্ষা করা ) কেন অস্বাভাবিক হইবে না? এই হেতু ছাহাবাগণের মধ্যে কোর-আনের তফছির সম্বন্ধে মতভেদ কম হইয়াছে সুনিশ্চিত।”

উপরোক্ত প্রমাণে প্রমাণিত হইতেছে যে, তফছিরকারক ছাহাবাগণ কোর আনের যে তফছিরগুলি প্রকাশ করিয়াছেন, উহার অধিকাংশ হজরত নবী ( ছাঃ )এর নিকট হইতে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

তফছির-এৎকান, ১৭৮ পৃষ্ঠায় আছে ;—

فالذين اخطئوا فيهما مثل طوائف من اهل البدع اعتقدوا مذاهب باطلة و عمدوا الى القرآن فتاولوه على رأيهم و ليس لهم سلف من الصحابة و التابعين لافي رأيهم ولافي تفسيرهم وقد صنفوا تفاسير على وصول مذهبهم مثل تفسير عبد الرحمن بن كيسان الاصم و الجبائي و عبد الجبار و الرمانى و الزمخشري و امثالهم و من هؤلاء من يكون حسن العبارة يدس البدع في كلامه و اكثر الناس لا يعلمون كصاحب الكشاف و نحوه حتى انه يروج على خلق كثير من اهل السنة كثير من تفاسيرهم الباطلة ......فان الصحابة و التابعين و الائمة اذا كان لهم فى الاية تفسير و جاء قوم فسروا الاية بقول آخر لاجل مذهب اعتقدوه و ذلك المذهب ليس من مذاهب الصحابة و التابعين صار مشاركا للمعتزلة و غيرهم من اهل البدع في مثل هذا و فى الجملة من عدل عن مذاهب الصحابة

والتابعين وتفسيرهم الى ما يخالف ذالك كان مخطئاً في ذالك بل مبتدعا لانهم كانوا اعلم بتفسيره ومعانيه كما انهم اعلم بالحق الذي بعث الله به ورسوله *

"এবনো-তায়মিয়া বলিয়াছেন, বেদয়াতিদিগের কয়েক সম্প্রদায়ের ন্যায় যাহারা দলীল ও মর্ম্ম সম্বন্ধে ভ্রম করিয়াছেন, তাহারা কতকগুলি বাতীল মতের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া কোর-আনের উপর মনোনিবেশ করিয়াছেন, তৎপরে নিজেদের কল্পিত মত অনুযায়ী উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাদের কল্পিত মত ও তফছির সম্বন্ধে ছাহাবা ও তাবেয়িগণের মত প্রমাণরূপে গৃহীত হয় নাই। নিশ্চয় তাহারা নিজেদের মজহাবের মূল নিয়ম পদ্ধতিগুলি অনুসারে তফছির সকল রচনা করিয়াছেন। যথা—আবদুর রহমান বেনে কয়ছান আছাম্ম, জাব্বায়ি, আবদুল জাব্বার, রোম্মানি ও জামাখশারি প্রভৃতির তফছির। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ লালিত্বপূর্ণ ভাষা প্রয়োগকারী ছিলেন, নিজের কথার মধ্যে গোপন ভাবে বেদয়াত মত সকল নিহিত করিতেন, অথচ অধিকাংশ লোক ইহা অবগত হইতে পারে না, যেরূপ কাশ্শাফ প্রণেতা প্রভৃতি, এমন কি তাহাদের বহু বাতিল তফছির বহু ছুন্নি লোক কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়া থাকে।

কেননা, যদি কোন আয়ত সম্বন্ধে ছাহাবা, তাবেয়ি ও এমামগণ কর্ত্তৃক কোন তফছির উল্লিখিত হইয়া থাকে, আর এক সম্প্রদায় আগমন পূর্ব্বক তাহারা যে মজহাবের উপর আস্থা স্থাপন করিয়াছে, উহা ( বলবৎ করার ) উদ্দেশ্যে উক্ত আয়তের অন্য প্রকার ব্যাখ্যা করে, অথচ উক্ত মতটী ছাহাবা ও তাবেয়িগণের মত না হয়, তবে সেই সম্প্রদায় এতৎ সম্বন্ধে মো'তাজেলা প্রভৃতি বেদয়াতি দলের সমকক্ষ ( শরিক ) হইবে। মূলকথা, যে ব্যক্তি

ছাহাবা ও তাবেয়িগণের মত ও তফছির ত্যাগ করতঃ উহার বিপরীত মত ও তফছির গ্রহণ করে, সে ব্যক্তি উহাতে ভ্রান্ত, বরং বেদয়াত মতাবলম্বী হইবে। কেননা, উক্ত ছাহাবা ও তাবেয়িগণ কোর-আনের তফছির ও মর্ম্ম সম্বন্ধে সমধিক অভিজ্ঞ ছিলেন, যেরূপ তাঁহারা উক্ত সত্য সম্বন্ধে সমধিক অভিজ্ঞ ছিলেন, যাহার সহিত খোদা নিজের রাছুলকে প্রেরণ করিয়াছিলেন।”

উক্ত তফছির, ১৮৩।১৮৪ পৃষ্ঠা ;—

واعلم ان القرآن قسمان قسم ورد تفسيره بالنقل و قسم لم يرد والاول اما ان يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم او الصحابة او رؤس التابعين فالاول يبحث فيه عن صحة السند والثاني ينظر في تفسير الصحابي فان فسره من حيث اللغة فهم اهل اللسان فلاشك في اعتماده او بما شاهده من الاسباب و القرائن فلاشك فيه وحينئذ ان تعارضت اقوال جماعة من الصحابة فان امكن الجمع فذاك و ان تعذر قدم ابن عباس لان النبي صلى الله عليه و سلم بشره بذلك حيث قال اللهم علمه التأويل وقد رجح الشافعي قول زيد في الفرائض لحديث افرضكم زيد و اما ما ورد عن التابعين فحيث جاز الاعتماد فيما سبق فكذلك و الاوجب الاجتهاد و اما مالم يرد فيه نقل فهو قليل وطريق التوصل الى فهمه النظر الى مفردات الالفاظ من لغة العرب ومدلولاتها و استعمالها بحسب السياق ...... قلت و قد جمعت كتابا مسندا فيه تفاسير النبي صلعم و الصحابة فيه

بضعة عشر الف حديث ما بين مرفوع و موقوف و قدتم
ولله الحمد في اربع مجلدات وسميته ترجمان القرآن
ورأيت و انا في اثناء تصنيفه النبي صلعم في المنام
في قصة طويلة تحتوي على بشارة حسنة ✸

"আবু হিয়ান বলিয়াছেন, তুমি জানিয়া রাখ, কোর-আন দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে। এক ভাগের তফছির সম্বন্ধে প্রাচীন পণ্ডিতদিগের রেওয়াএত উল্লিখিত হইয়াছে, দ্বিতীয় ভাগের সম্বন্ধে এরূপ রেওয়াএত উল্লিখিত হয় নাই। প্রথম ভাগের তফছির নবী (ছাঃ), ছাহাবা ও প্রধান তাবিয়িগণ কর্তৃক উল্লিখিত হইয়াছে। প্রথমতঃ ইহার ছনদ ছহিহ হওয়া সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে হইবে, দ্বিতীয়তঃ ছাহাবার তফছির সম্বন্ধে দেখিতে হইবে, যদি তিনি শব্দের অর্থ সম্বন্ধে তফছির করিয়া থাকেন, তবে উহা বিশ্বাসযোগ্য হওয়া সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। যেহেতু তাঁহারা আরবী ভাষাভাষী ছিলেন। আর যদি তিনি নাজেল হওয়ার কারণ ও লক্ষণ গুলি স্বচক্ষে দর্শন করা সম্বন্ধে তফছির করেন, তবে উহাতে কোন সন্দেহ নাই। যদি এক্ষেত্রে একদল ছাহাবার মত বিভিন্নরূপ হইয়া থাকে, যদি এই বিভিন্ন মতের মধ্যে সমতা স্থাপন করা সম্ভব হয়, তবে তাহাই করিতে হইবে। আর যদি উহা অসম্ভব হয়, তবে (হজরত) এবনে আব্বাছের মত অগ্রগণ্য হইবে। যেহেতু নবী (ছাঃ) এতৎ সম্বন্ধে তাহাকে সুসংবাদ প্রদান করিয়াছেন, কেননা তিনি বলিয়াছিলেন, "হে আল্লাহ, তুমি তাঁহাকে (এবনে আব্বাছকে) কোর-আনের মর্ম্ম শিক্ষা প্রদান কর।"

(এমাম) সাফেয়ি ফারায়েজ সম্বন্ধে (হজরত) জয়েদ ছাহাবার মত অগ্রগণ্য সাব্যস্ত করিয়াছিলেন। কেননা, (হজরতের) হাদিছে আছে—"তোমাদের মধ্যে জয়েদ সমধিক ফারায়েজ তত্ত্ববিদ্।"

তাবেয়িগণ হইতে যাহা উল্লিখিত হইয়াছে, এক্ষেত্রে শব্দের অর্থ ও শানে-নজুল সম্বন্ধে যাহা কথিত হয়, তাহা বিশ্বাসযোগ্য হওয়া সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। তদ্ব্যতীত অন্য ন্য বিষয়ে এজদেহাদ করা ওয়াজেব হইবে।

আর যে ভাগের সম্বন্ধে প্রাচীন পণ্ডিতদিগের কোন রেওয়াএত উল্লিখিত হয় নাই, ইহা অতি কম, এই ভাগের অর্থ বুঝিবার উপায় এই যে, আরবী ভাষার পৃথক পৃথক শব্দগুলি, তৎসমস্তের মর্ম্মগুলি ও শব্দের অগ্র পশ্চাতের হিসাবে ব্যবহৃত অর্থগুলির প্রতি লক্ষ্য করিতে হইবে। এমাম জালালুদ্দীন ছাইউতি বলিয়াছেন, আমি একখানা কেতাব সঙ্কলন করিয়াছি—উহাতে নবী (ছাঃ) ও ছাহাবাগণের তফছিরগুলি ছনদ সহ (লিপিবদ্ধ করিয়াছি উহাতে দশ সহস্রের অধিক মরফু ও মওকুফ হাদিছ আছে। আল্লাহতায়ালার প্রশংসা করিতেছি, উক্ত কেতাব চারি জেল্‌দে সমাপ্ত হইয়াছে। আমি উক্ত কেতাবকে 'তরজমানোল কোর-আন' নামে অভিহিত করিয়াছি। আমি উক্ত কেতাব সঙ্কলন করা কালে স্বপ্নযোগে নবী (ছাঃ)কে দেখিয়াছিলাম, ইহা সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ আছে—উহাতে হজরতের শুভ সংবাদের কথা উল্লিখিত হইয়াছে।”

উক্ত তফছির, ২।১৮৩ পৃষ্ঠায় আছে ঃ—

ثم قال و اعلم ان علوم القرآن ثلاثة اقسام الاول علم لم يطلع الله عليه احدا من خلقه وهو ما استاثر به من علوم اسرار كتابه من معرفة كنه ذاته وغيوبه التي لا يعلمها الا هو و هذا لا يجوز لاحد الكلام فيه بوجه من الوجوه اجماعا - الثاني ما اطلع الله عليه نبيه من اسرار الكتاب واختصه به وهذا لا يجوز الكلام فيه الا له صلى الله عليه وسلم او لمن اذن له قال و اوائل

السور من هذا القسم وقيل من القسم الاول - الثالث
علوم علمها الله نبيه مما اودع كتابه من المعاني الجلية
او الخفية و امره بتعليمها و هذا ينقسم الى قسمين
منه ما لا يجوز الكلام فيه الا بطريق السمع و هو اسباب
النزول و الناسخ و المنسوخ و القرأات و اللغات و قصص
الامم الماضية و اخبار ما هو كائن من الحوادث و امور
الحشر و المعاد و منه ما يؤخذ بطريق النظر و الاستدلال
و الاستنباط و الاستخراج من الالفاظ و هو قسمان قسم
اختلفوا في جوازه و هو تاويل الايات المتشابهات في
الصفات و قسم اتفقوا عليه و هو استنباط الاحكام الاصلية
و الفرعية و الاعرابية لان مبناها على الاقيسة و كذالك
فنون البلاغة و ضروب المواعظ و الحكم و الاشارات لا يمتنع
استنباطها منه و استخراجها لمن له اهلية *

এবনে-ন্নাকিব বলিয়াছেন, তুমি জানিয়া রাখ, কোর-আনের এল্‌ম তিন প্রকার, প্রথম এক প্রকার এল্‌ম, যাহা আল্লাহ নিজের বান্দাগণের মধ্যে কাহাকেও অবগত করান নাই; আল্লাহতায়ালার জাতের হকিকতের এল্‌ম, তাহার উক্ত অদৃশ্য বিষয়গুলির জ্ঞান যাহা তাঁহা ব্যতীত অন্য কেহই জানেন না, তাঁহার কেতাবের গুপ্ত তত্ত্বের এল্‌মগুলি যাহা তিনি নিজের জন্য খাস করিয়া লইয়াছেন, প্রথম প্রকারের অন্তর্গত। (বিদ্বান্‌গণের) এজমা মতে কাহারও পক্ষে কোনরূপে উক্ত প্রথম প্রকারের সমালোচনা করা জায়েজ হইবে না।

দ্বিতীয় প্রকার এল্‌ম উক্ত কোর-আনের গুপ্ত তত্ত্বগুলি যাহা আল্লাহ নিজের রছুলকে বিশিষ্টভাবে জ্ঞাত করাইয়াছেন। নবী

(ছাঃ), কিম্বা তিনি যাহাকে অনুমতি দিয়াছেন, তাহা ব্যতীত অন্য কাহারও পক্ষে এই প্রকার সমালোচনা করা জায়েজ হইবেনা। এবনোন্নকিব বলিয়াছেন। (কোর-আনের) কতকগুলি ছুরার প্রাথমিক 'হরুফে মোকাত্তাওয়াত' এই দ্বিতীয় প্রকারে অন্তর্গত। কোন কোন বিদ্বান্ বলিয়াছেন, এই মোকাত্তাওয়াত অক্ষরগুলি প্রথম প্রকারের অন্তর্গত।

তৃতীয় প্রকার স্পষ্ট ও অস্পষ্ট মর্ম্মগুলির এল্‌ম সকল যাহা আল্লাহ উক্ত কেতাবে নিহিত রাখিয়াছেন, নিজের রছুলকে শিক্ষা দিয়াছেন, এবং উক্ত এল্‌মগুলি (অন্যদিগকে) শিক্ষা দিতে তাহার প্রতি আদেশ প্রদান করিয়াছেন। এই প্রকার এল্‌ম আবার দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে—এক ভাগে প্রাচীনদিগের রেওয়াএত ব্যতীত মত প্রকাশ করা জায়েজ হইতে পারে না। যথা—আয়েতগুলির নাজেল হওয়ার কারণ সমূহ, নাছেখ, মনছুখ, কেরাতের প্রণালী সকল, শব্দগুলির মর্ম্ম, প্রাচীন উম্মতদিগের ঘটনাবলী, ভবিষ্যৎ-কালের ঘটনাবলী, হাশর ও কেয়ামতের অবস্থাগুলি।

দ্বিতীয় ভাগের এল্‌ম গবেষণা, দলীল অনুসন্ধান, এজতেহাদ দ্বারা শব্দগুলি হইতে আহকাম আবিষ্কার করাতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে—এক ভাগের জায়েজ হওয়া সম্বন্ধে বিদ্বান্‌গণ মতভেদ করিয়াছেন, ইহা (খোদাতায়ালার) ছেফাত সংক্রান্ত মোতাশাবেহ আয়তগুলির মর্ম্ম উদ্ঘাটন করা। দ্বিতীয় ভাগ জায়েজ হওয়া প্রতি বিদ্বান্‌গণ একমত হইয়াছেন। ইহা শরিয়তের আরকান, ফরুয়াত ও এ'রাব সংক্রান্ত আহকাম আবিষ্কার করা। কেননা এই সমস্তের ভিত্তি কেয়াছ সমূহের উপর স্থাপিত হইয়াছে। এইরূপ বালাগাত বিদ্যা, বিবিধ উপদেশ সূক্ষ্মতত্ত্ব ও ইঙ্গিত সকল। যে ব্যক্তির মধ্যে তৎসমস্তের যোগ্যতা

আছে তাহার পক্ষে কোর-আন হইতে উক্ত বিষয়গুলি আবিষ্কার করা নিষিদ্ধ নহে।

উপরোক্ত বিবরণে ইহাই বুঝা যাইতেছে যে, ছাহাবাগণ কোর-আন শরীফের শব্দগুলির যেরূপ অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, এবং আয়তগুলির শানে-নজুল যাহা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা বিশ্বাসযোগ্য হইবে।

---

## প্রাচীন তফছিরকারকগণের বিবরণ।

এৎকান, ১৮৭।১৮৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হইয়াছে ;—

اشتهر بالتفسير من الصحابة عشرة الخلفاء الاربعة و ابن مسعود و ابن عباس و ابی بن كعب وزيد بن ثابت و ابو موسى الاشعري و عبد الله بن الزبير *

"দশজন ছাহাবা তফছির সম্বন্ধে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, চারি খলিফা এবনো-মছউদ, এবনো আব্বাছ, ওবাই বেনে কা'ব জায়েদ বেনে ছাবেত, আবু মুছা আশয়ারি ও আবদুল্লাহ বেনে-জোবাএর। তৎপরে তিনি লিখিয়াছেন, "চারি খলিফা'র মধ্যে হজরত আলী (রাঃ) অধিক পরিমাণ তফছির উল্লেখ করিয়াছেন।"

উক্ত পৃষ্ঠায় আছে ;—

عن وهب بن عبد الله عن ابى الطفيل قال شهدت عليا يخطب و هوا يقول سلوني فو الله لا تسألون عن شيء

الا اخبرتكم وسلوني عن كتاب الله فوالله ما من آية الا
و انا اعلم ابليل نزلت ام بنهار ام في سهل ام في جبل ❋

"অহাব বেনে আবদুল্লাহ, আবুত্তোফায়েল হইতে রেওয়াএত করিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন, আমি (হজরত) আলির (রাঃ) নিকট উপস্থিত হইলাম—যখন তিনি খোৎবা পড়া প্রসঙ্গে বলিতেছিলেন—তোমরা আমার নিকট জিজ্ঞাসা কর। খোদার শপথ, তোমরা কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিবে না, কিন্তু আমি তোমাদিগকে (উহার) সংবাদ প্রদান করিব। তোমরা আমার নিকট আল্লাহতায়ালার কেতাব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা কর। খোদার কছম, যে কোন আয়ত হউক না কেন আমি (উহার সম্বন্ধে) অবগত আছি—উহা রাত্রে নাজেল হইয়াছিল, কিম্বা দিবসে নাজেল হইয়াছিল, সমতল ভূমিতে নাজেল হইয়াছিল, অথবা পর্ব্বতে নাজেল হইয়াছিল।

عن ابن مسعود قال ان القرآن انزل على سبعة احرف
ما منها حرف الا وله ظهر و بطن وان على بن ابي طالب
عنده منه الظاهر و الباطن وعن على قال و الله ما نزلت
آية الا و قد علمت فيم انزلت و اين نزلت ❋

"(হজরত) এবনো-মছউদ (রাঃ) বলিয়াছেন, নিশ্চয় কোর-আন সাত অক্ষরে নাজেল করা হইয়াছে, উহার প্রত্যেক অক্ষরের স্পষ্ট ও অস্পষ্ট মর্ম্ম আছে। নিশ্চয় আলি বেনে-আবিতালেবের নিকট স্পষ্ট ও অস্পষ্ট মর্ম্ম আছে।"

আলি (রাঃ) বলিতেছেন, খোদার কছম, যে কোন আয়ত নাজেল হইয়াছে, আমি অবগত আছি যে কোন্ সম্বন্ধে নাজেল করা হইয়াছে এবং কোন্ সময় নাজেল করা হইয়াছে।"

উক্ত পৃষ্ঠায় আছে :—

হজরত আলি (রাঃ) হইতে তফছির সম্বন্ধে যে রেওয়াএত করা হইয়াছে, হজরত এবনো-মছউদ কর্ত্তৃক তদপেক্ষা অধিক তফছির রেওয়াএত করা হইয়াছে।

قد اخرج ابن جرير و غيره عنه انه قال و الذي لا اله غيره ما نزلت آية من كتاب الله الا و انا اعلم فيمن نزلت و اين نزلت و لو اعلم مكان احد اعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لاتيه ❋

قالوا لعلي اخبرنا عن ابن مسعود قال علم القرآن و السنة ثم وكفى بذلك علما ❋

এবনো-জরির প্রভৃতি এবনো-মছউদ হইতে রেওয়াএত করিয়াছেন। নিশ্চয় তিনি বলিয়াছেন, যে খোদা ব্যতীত অন্য উপাস্য নাই তাহার শপথ করিয়া বলিতেছি। আল্লাহতায়ালার কেতাবের যে কোন আয়ত নাজেল হইয়াছে, আমি জানি যে উহা কাহার সম্বন্ধে নাজেল হইয়াছে এবং কোথায় নাজেল হইয়াছে। যদি আমি আমা অপেক্ষা আল্লাহতায়ালার কেতাবের সমধিক বিদ্বানের বাটীর সন্ধান জানি যে, উষ্ট্রে আরোহণ করিয়া তথায় উপস্থিত হওয়া সম্ভব হয়, তবে নিশ্চয় আমি তাহার নিকট উপস্থিত হইব। লোকে (হজরত) আলি (রাঃ) কে বলিয়াছিলেন, আপনি আমাদিগকে এবনো-মছউদের সম্বন্ধে সংবাদ দিন। (ইহাতে) তিনি বলেন, তিনি কোর-আন ও হাদিছ শিক্ষা করিয়া শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন এবং উহা এল্‌মের পক্ষে যথেষ্ট।

মেশকাতে বর্ণিত হইয়াছে;—

عن معاذ بن جبل لما حضره الموت قال التمسوا العلم عند اربعة عند عويمر ابى الدرداء و عند سلمان و عند ابن مسعود و عند عبد الله بن سلام رواه الترمذي ❋

"(হজরত) মোয়াজ বেনে জাবাল তাঁহার মৃত্যুর সময় উপস্থিত হইলে বলিয়াছিলেন, তোমরা চারিজন লোকের নিকট এলম অনুসন্ধান কর—আবুদ্দারদা ওয়ায়মের, ছালমান, এবনো-মছউদ ও আবতুল্লাহ বেনে ছালামের নিকট। তেরমেজি ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন।"

قال و لكن ما حدثكم حذيفة فصدقوه و ما اقرأكم عبد الله فاقرؤه رواه الترمذي ❋

"(হজরত নবী) (ছাঃ) বলিয়াছেন, কিন্তু হোজায়ফা যাহা কিছু বর্ণনা করেন, তোমরা উহার উপর বিশ্বাস স্থাপন কর। আর আবতুল্লাহ বেনে মছউদ তোমাদিগকে যে কেরাত পাঠ করাইবেন, তোমরা তাহাই পাঠ কর।" তেরমেজি ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন।

و تمسكوا بعهد ابن ام عبد و في رواية حذيفة ما حدثكم ابن مسعود فصدقوه رواه الترمذي ❋

হজরত বলিয়াছেন তোমরা উম্মে আব্দের পুত্রের (এবনো-মছউদের) উপদেশ দৃঢ়রূপে ধারণ কর। আর অন্য রেওয়াএতে আছে, এবনো-মছউদ তোমাদের নিকট যে হাদিছ বর্ণনা করেন, তোমরা উহার উপর বিশ্বাস স্থাপন কর। তেরমেজি ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন।"

عن حذيفة قال ان اشبه الناس دلا وسمتا وهديا برسول الله صلعم لابن ام عبد رواه البخاري ❋

(হজরত) হোজায়ফা (রাঃ) বলিয়াছেন, সত্যই এবনো-মছউদ লোকদিগের মধ্যে তরিকা, নীতি ও চরিত্রে (জনাব) রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) এর সহিত সমধিক সৌসাদৃশ্য সম্পন্ন ছিলেন। বোখারি রেওয়াএত করিয়াছেন।

عن ابن موسى الاشعري قال قدمت انا و اخي من اليمن فمكثنا حينا ما نرى الا ان عبد الله بن مسعود رجل من اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لما نرى من دخوله و دخول امه على النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه ✱

"আবু মুছা আশয়ারি বলিয়াছেন, আমিও আমার ভ্রাতা এমন হইতে আগমন পূর্ব্বক কিছু দিবস অপেক্ষা করিলাম, আমরা আবদুল্লাহ বেনে মছউদকে নবী (ছাঃ) এর একজন আহলে বয়েত ধারণা করিতাম, কেননা তাঁহাকে ও তাঁহার মাতাকে নবী (ছাঃ) এর নিকট উপস্থিত হইতে দেখিতাম।" বোখারি ও মোছলেম ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন।"

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استقروا القرآن من اربعة عبد الله بن مسعود و سالم مولى ابي حذيفة و ابي بن كعب و معاذ بن جبل متفق عليه ✱

"নিশ্চয় রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন, তোমরা আবদুল্লাহ বেনে মছউদ, আবু হোজায়ফার আজাদ করা গোলাম ছালেম, ওবাই বেনে কা'ব ও মোয়াজ বেনে জাবাল এই চারি জনের নিকট কোর-আন শিক্ষা কর। বোখারি ও মোছলেম ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন।

فقال من انت قلت من اهل الكوفة قال اوليس عندكم ابن ام عبد صاحب النعلين و الوسادة و المطهرة ✱

"তিনি বলিলেন, তুমি কে? আমি বলিলাম আমি কুফাবাসী। তিনি বলিলেন তোমাদের নিকট কি উম্মে-আব্দের পুত্র (এবনো-মছউদ) নহেন—যিনি (হজরতের) জুতাদ্বয়, বালিশ ও

বদনা বহনকারী ছিলেন।” ইহাতে বুঝা যায় যে, হজরত এবনো-মছউদ মহা তফছির তত্ত্ববিদ্ বিদ্বান্, দেশ বিদেশে হজরতের সহচর এবং অন্যান্য লোক অপেক্ষা কোরআন ও হাদিছতত্ত্বে মহা তত্ত্বদর্শী ছিলেন। তৃতীয় হজরত এবনো-আব্বাছ (রাঃ), ইনি মহা তফছির তত্ত্ববিদ্ ছিলেন।

ছহিহ বোখারি ;—

عن ابن عباس قال ضمنى النبي صلى الله عليه و سلم الى صدره فقال اللهم علمه الحكمة و فى رواية علمه الكتاب *

“এবনো-আব্বাছ বলিয়াছেন, নবী (ছাঃ) আমাকে নিজের ছিনার (বক্ষের) সহিত মিলাইয়া লইলেন, তৎপরে বলিলেন, হে আল্লাহ, তুমি তাহাকে হেকমত (জ্ঞানতত্ত্ব) শিক্ষা প্রদান কর। অন্য রেওয়া-এতে আছে, তুমি তাহাকে কোর-আনের এলম শিক্ষা প্রদান কর।

ছহিহ বোখারী ও মোছলেম ;—

فقال اللهم فقهه فى الدين

“তৎপরে হজরত বলিলেন, হে আল্লাহ, তুমি তাঁহাকে দীন সম্বন্ধে ফকিহ (মর্ম্মজ্ঞ) কর।

এৎকান্, ১৮৭।১৮৮ পৃষ্ঠা ;—

اما ابن عباس فهو ترجمان القرآن الذي دعا له النبي صلى الله عليه و سلم اللهم فقهه فى الدين و علمه التاويل - اخرج ابو نعيم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس فقال اللهم بارك فيه و انشر منه - و اخرج عن ابن عباس قال انتهيت الى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده جبرئيل فقال له جبرئيل

انه كائن حبر هذه الامة فاستوص به خيرا - وعن مجاهد قال قال ابن عباس قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ترجمان القرآن انت وعنه كان ابن عباس يسمى البحر لكثرة علمه عن ابن الحنفية قال كان ابن عباس حبر هذه الامة ✱

"এবনো-আব্বাছ কোর-আনের তফছিরকারক ছিলেন—নবী (ছাঃ) তাহার জন্য দোয়া করিয়াছিলেন—হে খোদা, তুমি দীন সম্বন্ধে তাঁহাকে মর্ম্ম তত্ত্ববিদ্ কর এবং তাঁহাকে কোর-আনের তফছির শিক্ষা প্রদান কর। আবু নইম রেওয়াএত করিয়াছেন, রাছুল (ছাঃ) আবদুল্লাহ বেনে আব্বাছের জন্য দোয়া করিয়া বলিয়াছিলেন, হে খোদা তুমি তাহার সম্বন্ধে বরকত প্রদান কর এবং তাঁহা হইতে এল্‌ম প্রচার কর। আবুনইম, এবনো-আব্বাছ হইতে রেওয়াএত করিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন, আমি নবী (ছাঃ) এর নিকট উপস্থিত হইলাম, তাঁহার নিকট জিবরাইল (আঃ) ছিলেন, তখন হজরত জিবরাইল তাঁহাকে বলিলেন, ইনি এই উম্মতের মহা বিদ্বান হইবেন, কাজেই তুমি তাঁহাকে সদুপদেশ প্রদান কর।

"মোজাহেদ বলিয়াছেন, এবনো-আব্বাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, রাছুলুল্লাহ আমার সম্বন্ধে বলিয়াছেন, তুমি উৎকৃষ্ট কোর-আনের তফছির কারক। মোজাহেদ বলিয়াছেন, এবনো-আব্বাছ এল্‌মের আধিক্য বশতঃ সাগর নামে অভিহিত হইতেন। এবনো-হানাফিয়া বলিয়াছেন, এবনো-আব্বাছ এই উম্মতের মহা বিদ্বান্ ছিলেন।"

এৎকান্ ২।১৮৮—

এবনো-আব্বাছ কর্ত্তৃক অসংখ্য তফছির উল্লিখিত হইয়াছে, তৎপরে তিনি ছহিহ ও হাছান ছনদগুলির বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন।

তফছির সম্বন্ধে (হজরত) ওবাই বেনে-কা'বের বৃহৎ কেতাব উল্লিখিত হইয়াছে, ইহার ছনদ ছহিহ। এইরূপ অন্যান্য ছাহাবা কর্ত্তৃক অল্প অল্প তফছির বর্ণিত হইয়াছে।

এৎকান, ১৯০ পৃষ্ঠা ;—

---

## তফছিরকারক তাবেয়িগণের বিবরণ।

এবনো-তায়মিয়া বলিয়াছেন, মোজাহেদ, আতা বেনে-আবি-রোবাহ, এবনো-আব্বাছের আজাদ গোলাম একরামা, ছইদ বেনে জোবাএর, তাউছ প্রভৃতি মক্কাবাসিগণ তফছির সম্বন্ধে সমধিক বিদ্বান ছিলেন, কেননা তাঁহারা এবনো-আব্বাছের শিষ্য ছিলেন। এইরূপ কুফা শহরে এবনো- মছউদের শিষ্যগণ ও জয়েদ বেনে-আছলামের ন্যায় মদিনাবাসী তফছিরকারক আলেমগণ তফছির সম্বন্ধে সমধিক পারদর্শী ছিলেন। আবদুর রহমান বেনে-জয়েদ ও মালেক বেনে আনাছ উক্ত জয়েদের নিকট শিক্ষা করিয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে যাঁহারা শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন, মোজাহেদ তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। ফজলে-বেনে ময়মুন বলিয়াছেন, মোজাহেদ বলিয়াছেন, আমি এবনো-আব্বাছের নিকট ৩ বার কোর-আন পেশ করিয়াছি, প্রত্যেক আয়তের নিকট থামিয়া তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসা করিতাম যে, উহা কোন্ সম্বন্ধে নাজেল হইয়াছে এবং কিরূপে নাজেল হইয়াছিল। খোছাএফ বলিয়াছেন, মোজাহেদ তফছির সম্বন্ধে তাবেয়িগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বিদ্বান্ ছিলেন।

নাবাবি বলিয়াছেন, যদি তোমার নিকট মোজাহেদ কর্ত্তৃক তফছির উপস্থিত হয়, তবে উহা তোমার পক্ষে যথেষ্ট। এবনো-

তায়মিয়া বলিয়াছেন, এই হেতু এমাম শাফেয়ি, বোখারি প্রভৃতি বিদ্বানগণ তাঁহার তফছিরের উপর আস্থা স্থাপন করিয়াছেন।

এমাম জালালুদ্দিন ছাউতি বলিয়াছেন, ফরইয়াবি নিজের তফছিরে অধিকাংশ স্থলে তাঁহার রেওয়াএত উদ্ধৃত করিয়াছেন।

তাবেয়িদিগের মধ্যে ছইদ-বেনেল-মোছাইয়েব ছিলেন। ছুফইয়ান-ছওরি বলিয়াছেন, চারিজন লোকের নিকট হইতে তফছির শিক্ষা কর—ছইদ বেনে জাবাএর, মোজাহেদ, একরামা ও জোহাক।

কাতাদা বলিয়াছেন, তাবেয়িদিগের মধ্যে চারিজন শ্রেষ্ঠতম আলেম ছিলেন, আতা বেনে আবি রোবাহ হজ্জের মছায়েল সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠতম আলেম ছিলেন, ছইদ বেনে জোবাএর তফছির সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠতম আলেম ছিলেন, একরামা জীবনচরিত সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠতম আলেম ছিলেন, হাছান হালাল ও হারাম সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠতম আলেম ছিলেন। তাবেয়িদিগের মধ্যে (হজরত) এবনো-আব্বাছের মুক্তিপ্রাপ্ত গোলাম একরামা। শা'বি বলিয়াছেন, একরামা অপেক্ষা সমধিক কোর-আন তত্ত্ববিদ আলেম কেহ বাকী নাই।

একরামা বলিয়াছেন, এবনো-আব্বাছ আমার পায়ে শৃঙ্খল স্থাপন করিয়া আমাকে কোর-আন ও হাদিছ শিক্ষা দিতেন। তিনি আরও বলিয়াছেন, আমি কোর-আন সম্বন্ধে যাহা কিছু তোমাদের নিকট বর্ণনা করি, তাহা (হজরত) এবনো-আব্বাছের নিকট হইতে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছি।

তাবেয়িদিগের মধ্যে হাছান বাছারি, আতা বেনে আবি রোবাহ, আতা বেনে আবি ছালমা খোরাছানি, মোহম্মদ বেনে কা'ব কোরাজি, আবুল আ'লিয়া, জোহাক বেনে মোজাহেম, আতিয়া-তোল-উফি, কাতাদা, জয়েদ বেনে-আছলাম, মোর্রাতোল-হামদানী, আবু মালেক, রবি বেনে আনাছ ও আবদুর রহমান

বেনে জয়েদ প্রাচীন তফছির-তত্ত্ববিদ্ ছিলেন, তাঁহারা অধিকাংশ মত ছাহাবাগণ হইতে শিক্ষা করিয়াছিলেন, এই তাবাকার পরে কতকগুলি তফছির সঙ্কলিত হইয়াছিল, তৎসমস্তের মধ্যে ছাহাবা ও তাবেয়িগণের মত সংগৃহীত হইয়াছিল—যেরূপ ছুফইয়ান বেনে ওয়ায়না, অকি বেনেল-যার্'াহ, শো'বা বেনেল-হাজ্জাজ, এজিদ বেনে-হারুণ, আবদুর রাজ্জাক, আদম বেনে আবি-এয়াছ, এছহাক বেনে রাহওয়াহে, রুহ বেনে-ওব্বাদা, আব্দ বেনে হোমাএদ, ছইদ, আবুবকর বেনে আবিশায়বা প্রভৃতির লিখিত তফছির সমূহ।

তাঁহাদের পরে এবনো-জরির তাবারির তফছির, ইহাই বৃহত্তম ও শ্রেষ্ঠতম তফছির, তৎপরে এবনো-আবি হাতেম, এবনো মাজা, হাকেম, এবনো-মারদাওয়হে, এবনো-হাব্বান ও এবনো-মোঞ্জের ও অন্যান্য বিদ্বানগণের লিখিত তফছির সমূহ। উপরোক্ত তফছিরগুলির মধ্যে প্রত্যেক তফছিরে ছাহাবা, তাবেয়ি ও তাবা-তাবেয়িগণের রেওয়াএতগুলি ছনদ সহ লিখিত হইয়াছে। সমস্ত তফছিরে কেবল রেওয়াএতগুলি লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে, কিন্তু এবনো-জরির রেওয়াএতগুলির কারণ নির্দ্ধারণ ও একটীকে অপরটীর উপর প্রবল প্রতিপন্ন করিয়াছেন, এ'রাব প্রকাশ ও মছলা আবিষ্কার করিয়াছেন, এই হেতু এই তফছির অন্যান্য তফছিরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে।

এৎকান, ১৯১ পৃষ্ঠা ;—

تفسير الامام أبي جعفر بن جرير الطبري الذي اجمع العلماء المعتبرون على انه لم يؤلف فى التفسر مثله قال النووي في تهذيبه كتاب ابن جرير فى التفسير لم يصنف احد مثله ❋

"এমাম আবু জা'ফর এবনে জরির তাবারির তফছির বিশ্বাস-যোগ্য বিদ্বানগণ একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, তফছিরের মধ্যে উহার তুল্য কোন তফছির সংগৃহীত হয় নাই। (এমাম) নাবাবি 'তহজিব' কেতাবে বলিয়াছেন, তফছিরের মধ্যে এবনো-জরিরের কেতাবের ন্যায় কেহ সঙ্কলন করে নাই।

তফছিরে-মাওয়াহেবোর-রহমানে আছে ;—এই তফছিরের পরে এবনো-কছিরের তফছিরের স্থান দেওয়া যাইতে পারে, ইহাতে ছাহাবা, তাবেয়ি ও তাবা-তাবেয়িগণের তফছিরগুলি ছনদ সহ লিখিত হইয়াছে।

## তফছিরকারকগণের ভিন্ন ভিন্ন মতের কারণ

তফছির এৎকান, ১৭৯ পৃষ্ঠা:—

قال الزركشي وفي رجوع الى قول التابعي روايتان عن احمد واختار ابن عقيل المنع وحكوه عن شعبة لكن عمل المفسرين على خلافه فقد حكوا في كتبهم اقوالهم لان غالبها تلقوها من الصحابة و ربما يحكي عنهم عبارات مختلفة الالفاظ فيظن من لا فهم عنده ان ذلك اختلاف محقق فيحكيه اقوالا و ليس كذلك بل يكون كل واحد منهم ذكر معني من الاية اظهر عنده اواليق بحال السائل وقد يكون بعضهم يخبر عن الشيء بلازمه ونظيره و الاخر بمقصوده و ثمرته و الكل يؤل الى معني واحد غالبا فان لم يمكن الجمع فالمتاخر من القولين عن الشخص الواحد مقدم ان استويا فى الصحة عنه و الا فالصحيح المقدم *

"জারকশি বলিয়াছেন, তাবেয়ির কথার দিকে রুজু করিতে হইবে কিনা, ইহাতে (এমাম) আহমদ হইতে দুই রেওয়াএত আছে—এবনে-আকিল রুজু না করার মত মনোনীত করিয়াছেন এবং লোকে উহা সো'বার মত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু তফছিরকারকগণের কার্য্য ইহার বিপরীত হইয়াছে, কেননা তাঁহারা নিজেদের কেতাব সমূহে তাঁহাদের মতগুলি উদ্ধৃত করিয়াছেন, যেহেতু তাঁহারা নিজেদের অধিকাংশ মত ছাহাবাগণ হইতে শিক্ষা করিয়াছিলেন। অনেক ক্ষেত্রে তাঁহাদের কর্ত্তৃক ভিন্ন ভিন্ন শব্দের এবারত বর্ণনা করা হইয়া থাকে, ইহাতে নির্ব্বোধ লোক ধারণা করিয়া থাকে যে, নিশ্চয় উহা প্রকৃত মতভেদ, এই হেতু উহা ভিন্ন ভিন্ন মত বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকে, কিন্তু প্রকৃত অবস্থা উহা নহে, বরং তাঁহাদের প্রত্যেকে আয়েতের এক এক প্রকার অর্থ উল্লেখ করিয়াছেন, যেহেতু উহা তাঁহার নিকট সমধিক প্রকাশ্য কিম্বা প্রশ্নকারীর পক্ষে সমধিক উপযুক্ত। কখন কখন তাঁহাদের একজন কোন বস্তুর লাজেমী অর্থ ও দৃষ্টান্ত প্রকাশ করিয়া থাকেন এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি উহার উদ্দেশ্য ও শেষফল ব্যক্ত করিয়া থাকেন অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রত্যেক অর্থের একই মতবল হইয়া থাকে। যদি এক ব্যক্তি দুইটী ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়া থাকেন এবং এতদুভয়ের মধ্যে সমতা স্থাপন করা সম্ভব না হয়, এক্ষেত্রে সেটী ছহিহ ছনদে উল্লিখিত হইয়াছে, সেইটী অগ্রগণ্য হইবে। আর, যদি উভয়টী সমান ছহিহ ছনদে বর্ণিত হইয়া থাকে, তবে শেষ মতটী গ্রহণীয় হইবে।

এৎকান, ১৭৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হইয়াছে :—

و يجب ان يكون اعتماده على النقل عن النبي صلى الله
عليه وسلم و عن اصحابه و من عاصرهم و يجتنب

المحدثات و اذا تعارضت اقوالهم و امكن الجمع بينهما
فعل نحو ان يتكلم على الصراط المستقيم و اقوالهم
فيه ترجع الى شيء واحد فيدخل منها ما يدخل في الجمع
فلا تنافي بين القرآن و طريق الانبياء فطريق السنة
وطريق النبي صلى الله عليه وسلم وطريق ابي بكر و عمر
فاى هذه الاقوال افرده كان محسنا و ان تعارضت رد الامر
الى ما ثبت فيه السمع فان لم يجد سمعا و كان للاستدلال
طريق الى تقوية احدهما رجح ما قوي الاستدلال فيه
كاختلافهم في معنى حروف الهجاء يرجح قول من قال انها
قسم و ان تعارضت الادلة في المراد علم انه اشتبه عليه
فيؤمن بمراد الله منها و لا يتهجم على تعيينه و ينزله
منزلة المجمل قبل تفصيله و المتشابه قبل تبيينه ✻

“তফছিরকারকের পক্ষে ওয়াজেব যে, তিনি যেন নবী (ছাঃ), তাঁহার ছাহাবাগণ ও তাবেয়ীগণের রেওয়াএতের উপর আস্থা স্থাপন করেন এবং অভিনব মতগুলি হইতে পরহেজ করেন। যদি তাঁহাদের মতগুলির মধ্যে অনৈক্য ভাব পরিলক্ষিত হয় এবং উভয় মতের মধ্যে সমতা স্থাপন করা সম্ভব হয়, তবে তাহাই করিবে।

যথা—صراط مستقيم এর সম্বন্ধে যদি সমালোচনা করিতে চাহেন, তবে বলি, তৎসম্বন্ধে প্রাচীনদিগের ভিন্ন ভিন্ন মত একই উদ্দেশ্য পথের দিকে ধাবিত হয়, কাজেই অন্যান্য সমতা স্থাপনের উপযুক্ত মতগুলির অন্তর্গত হইবে। (ছেরাতে মোস্তাকিম সম্বন্ধে প্রাচীনদিগের মতগুলি এই—), কোর-আন, নবীগণের পথ, ছুন্নতের পথ, নবী (ছাঃ)এর পথ এবং

আবুবকর ও ওমারের পথ, এই সমস্ত বিষয়ের মধ্যে কোন বিভিন্নতা নাই, কাজেই তৎসমস্তের মধ্যে কোন একটী উল্লেখ করিলে, সত্যপরায়ণ বলিয়া গণ্য হইবে। যদি তাঁহাদের মতগুলি বৈষম্যসূচক হয়, তবে নবীও ছাহাবাদের ছহিহ রেওয়াএতের দিকে ব্যবস্থাটী উপস্থিত করিবে, আর যদি রেওয়াএত ছহিহ প্রাপ্ত না হয় এবং উভয় মতের মধ্যে একটীকে প্রবল প্রতিপন্ন করা দলীল সাপেক্ষ হয়, তবে প্রবল দলীলে প্রতিপন্ন মতটী অগ্রগণ্য বলিয়া ধারণা করিবে—যেরূপ (কোর-আনেব) হরুফে-মোকাত্তা-য়াত সম্বন্ধে তাহাদের মতভেদ, যে ব্যক্তি তৎসমস্তকে কছম বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহার কথাকে অগ্রগণ্য ধারণা করিবে। আর যদি মর্ম্ম সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন দলীল একই ধরণের হয়, তবে বুঝিবে যে, মর্ম্মটী তাহার পক্ষে অনির্দ্দিষ্ট ও অস্পষ্ট রহিয়া গেল, এক্ষেত্রে আল্লাহ আয়েতটীকে যে মর্ম্মে প্রকাশ করিয়াছেন, উহার উপর ইমান আনিবে এবং আল্লাহতায়ালার অভিস্পিত মর্ম্ম নির্ণয় করিতে অগ্রসর হইবে না এবং যতক্ষণ শরিয়ত প্রচারকের পক্ষ হইতে) উহার বিস্তারিত বর্ণনা ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ না হয়, ততক্ষণ উহাকে মোজমাল مجمل ও মোতাসাবেহ متشابه রূপে গণ্য করিয়া লইবে।

এৎকান, ১৭৬।১৭৭ পৃষ্ঠাঃ—

و لهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن
قليلا جدا و هو وان كان بين التابعين اكثر منه بين
الصحابة فهو قليل بالنسبة الى ما بعد هم و من التابعين
من تلقى جميع التفسير عن الصحابة و ربما تكلموا
في بعض ذلك بالاستنباط و الاستدلال و الخلاف بين
السلف قليل و غالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع

الى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد و ذلك صنفان احدهما ان يعبر واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى فى المسمى غير المعنى الاخر مع اتحاد المسمى كتفسيرهم الصراط المستقيم بعض با لقرآن اى اتباعه و بعض بالاسلام فالقولان متفقان لان دين الاسلام هو اتباع القرآن و لكن كل منهما على وصف غير الوصف الاخر و كذلك قول من قال هو السنة و الجماعة و قول من قال هو طريق العبودية و قول من قال هو طاعة الله و رسوله و امثال ذلك هؤلاء كلهم اشاروا الى ذات واحدة لكن وصفها كل منهم بصفة من صفاتها *

"এই হেতু কোর-আন শরীফের তফছির সম্বন্ধে ছাহাবাগণের মধ্যে অল্প মতভেদ হইয়াছে, ইহা সুনিশ্চিত। যদিও ছাহাবাগণের মতভেদ অপেক্ষা তাবেয়িগণের মতভেদ অধিকতর হইয়াছে, তথাপি তৎপরবর্ত্তিগণের মতভেদ অপেক্ষা অল্পতর হইয়াছে। কতক সংখ্যক তাবেয়ি, সমস্ত তফছির ছাহাবাগণের নিকট হইতে শিক্ষা করিয়াছিলেন। অনেক সময় তাঁহারা কতিপয় স্থলে এজতেহাদি মছলা আবিষ্কারে দলীল প্রমাণ গ্রহণে মত প্রকাশ করিয়াছেন। প্রাচীনগণের (ছাহাবা ও তাবেয়ীগণের) মধ্যে তফছির সম্বন্ধে মতভেদ অল্পই হইয়াছে। তাঁহাদের কর্ত্তৃক যে মতভেদগুলি ছহিহ ছনদে প্রমাণিত হইয়াছে, তৎসমুদয়ের অধিকাংশের মূল এই যে, তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন রকমের নজির পেশ করিয়াছেন, ইহাতে মূল বিষয়ের পার্থক্য সূচিত হয় না। ইহা দুই প্রকার—প্রথম এই যে, তাঁহাদের মধ্যে একজন মূল উদ্দেশ্যটী এক এবারতে (শব্দে) প্রকাশ করেন যাহা অন্যের শব্দের বিপরীত.

হয়, অন্যের শব্দে মূল বস্তুর যে বিশেষণটী প্রকাশিত হয়, ইহার শব্দে তাহার বিপরীত অন্য বিশেষণ প্রকাশিত হয়, ইহা সত্বেও মূল বস্তু একই থাকিয়া যায়।"

যথাঃ—তাঁহাদের ছেরাতোল-মোস্তাকিমের তফছির—কেহ উহার অর্থ কোর-আনের অনুসরণ করা বলিয়াছেন, অন্যে উহার অর্থ ইছলামের অনুসরণ করা বলিয়াছেন, কিন্তু উভয় মত একই মর্ম্মসূচক, কেননা দীন ইছলাম্ কোর-আনের অনুসরণ করা ভিন্ন অন্য কিছুই নহে, কিন্তু তাঁহাদের প্রত্যেকে এইরূপ—বিশেষণের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন—যাহা অন্যের বিশেষণের বিপরীত হইয়াছে। এইরূপ কেহ উহার মর্ম্ম ছুন্নত-অল্ জামায়াত বলিয়াছেন। অন্যে উহার মর্ম্ম এবাদতের পথ বলিয়াছেন, কেহবা উহার মর্ম্ম আল্লাহ ও রাছুলের তাবেদারি বলিয়াছেন, এইরূপ অন্যান্য মতও আছে, এই সমস্ত তফছিরকারেরা একই বিষয়ের দিকে ইসারা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের প্রত্যেকে উক্ত বিষয়ের এক একটী (পৃথক পৃথক) বিশেষণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।"

আরও ১৭৭ পৃষ্ঠা :—

الثاني ان يذكر كل منهم من الاسم العام ببعض انواعه على سبيل التمثيل و تنبيه المستمع على النوع لا على سبيل الحد المطابق للمحدود مثاله ما نقل في قوله تعالى ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا الاية فمعلوم ان الظالم لنفسه يتناول المضيع للواجبات و المنتهك للحرمات و المقتصد يتناول فاعل الواجبات و تارك المحرمات والسابق يدخل فيه من سبق فتقرب بالحسنات مع الواجبات فالمقتصدون اصحاب اليمين و السابقون

السابقون اولئك المقربون ثم ان كلا منهم يذكر هذا في نوع من انواع الطاعات كقول القائل السابق الذي يصلي في اول الوقت و المقتصد الذي يصلي في اثنائه و الظالم لنفسه الذي يؤخر العصر الى الاصفرار او يقول السابق المحسن بالصدقة مع الزكاة و المقتصد الذي يؤدي الزكاة المفروضة فقط و الظالم مانع الزكاة - قال و هذ ان الصنفان اللذان ذكرنا هما في تنوع التفسير تارة لتنوع الاسماء و الصفات و تارة لذكر بعض انواع المسمى هو الغالب في تفسير سلف الامة الذي يظن انه مختلف *

দ্বিতীয় প্রকার এই যে, তাঁহাদের প্রত্যেকে একটী ব্যাপক বিষয়ের বিশেষ প্রকারকে উদাহরণ স্বরূপ এবং উক্ত প্রকারের উপর শ্রোতার দৃষ্টি আকর্ষণ উদ্দেশ্যে উল্লেখ করেন, ইহাতে প্রস্তাবিত বিষয়ের অবিকল পূর্ণ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা উদ্দেশ্য হয় না। ইহার দৃষ্টান্ত 'ছুম্মা-আওরাছনাল-কেতাবাল্লাজিনাছ-তাফায়না' ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا الآية এই আয়েতে বর্ণনা করা হইয়াছে। (এস্থলে তিন শ্রেণীর উল্লেখ করা হইয়াছে— নফছের উপর আত্যাচারী, সৎপথাবলম্বী ও অগ্রগামী), ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে, ওয়াজেব সকল নষ্টকারী ও হারামগুলির অনুষ্ঠান-কারী ব্যক্তি আত্মার প্রতি অত্যাচারকারীর অন্তর্গত হইবে। ওয়াজেব কার্য্যগুলির অনুষ্ঠানকারী ও হারামগুলি ত্যাগকারী ব্যক্তি সৎপথাবলম্বীর অন্তর্গত হইবে। সৎপথাবলম্বিদিগের মধ্যে যে ব্যক্তি অগ্রগামী হইয়া ওয়াজেব কার্য্যগুলির সহিত অন্যান্য নেকীগুলি সম্পাদন পূর্ব্বক নৈকট্য লাভ করিয়াছেন, সেই ব্যক্তি অগ্রগামী দলভুক্ত হইবে। সৎপথবিলম্বীগণ—আছহাবোল-এমিন নামে অভিহিত, আর অগ্রগামিদল ছাবেকুন নামে অভিহিত, ইহারাই

নৈকট্যলাভের অধিকারী। তৎপরে তফছিরকারকগণের মধ্যে প্রত্যেকে নানাবিধ এবাদতের প্রত্যেকটীতে ইহার দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়াছেন, যথা কেহ বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি প্রথম ওয়াক্তে নামাজ পড়ে, সেই ব্যক্তি অগ্রগামী দলভুক্ত হইবে, আর যে ব্যক্তি মধ্যম ওয়াক্তে নামাজ পড়ে, সেই ব্যক্তি সৎপথালম্বী শ্রেণীভুক্ত হইবে। আর যে ব্যক্তি সূর্য্য জরদ রং বিশিষ্ট হওয়া পর্য্যন্ত দেরী করিয়া নামাজ পড়ে, সেই ব্যক্তি নফছের প্রতি অত্যাচারকারী বলিয়া গণ্য হইবে।

আর কেহ বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি জাকাত সহ নফল ছদকা করিয়া পরোপকার করে, সেই ব্যক্তি অগ্রগামী সম্প্রদায়ভুক্ত হইবে। আর যে ব্যক্তি কেবল ফরজ জাকাত আদায় করে, সেই ব্যক্তি সুপথগামী দলভুক্ত হইবে। আর যে ব্যক্তি জাকাত আদায় করে না, সেই ব্যক্তি অত্যাচারী শ্রেণীভুক্ত হইবে।

এই দুই প্রকার যাহা আমি তফছিরের ভিন্ন ভিন্ন হওয়া সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছি কখন নাম ও বিশেষণের ভিন্ন ভিন্ন হওয়ার জন্য হইয়া থাকে এবং কখন কখন উল্লিখিত বিষয় বিশেষ বিশেষ প্রকার উল্লেখ করার জন্য হইয়া থাকে—প্রাচীন উম্মতের তফছির সম্বন্ধে অধিকাংশ স্থলে ইহাই হইয়া থাকে—যাহা ভিন্ন ভিন্ন মত বলিয়া কল্পনা করা হইয়া থাকে।

উক্ত পৃষ্ঠাঃ—

و من التنازع الموجود منهم ما يكون اللفظ فيه محتملا للامرين اما لكونه مشتركا فى اللغة كلفظ القسورة الذي يراد به الرامي و يراد به الاسد و لفظ عسعس الذي يراد به اقبال الليل و ادباره و اما لكونه متواطئا فى الاصل لكن المراد به احد النوعين او احد الشخصين كالضمائر في

قوله ثم دنى فتدلى الاية و كلفظ الفجر و الشفع و الوتر و ليال عشر و اشباه ذلك فمثل ذلك قد يجوز ان يراد به كل المعاني قالها السلف و قد لا يجوز فالاول اما لكون الاية نزلت مرتين فاريد بها هذا تارة و هذا تارة و اما لكون اللفظ المشترك يجوز ان يراد به معنياه و لكون اللفظ متواطئا فيكون عاما اذا لم يكن لمخصصه موجب فهذا النوع اذا صح فيه القولان كان من الصنف الثاني و من الاقوال الموجدة عنهم و يجعلها بعض الناس اختلافا ان يعبروا عن المعاني بالفاظ متقاربة كما اذا فسر بعضهم تبسل بتحبس و بعضهم بترتهن لان كلا منها قريب من الاخر *

"প্রাচীনদিগের তফছিরে যে স্থলে শব্দের দুই প্রকার অর্থের সম্ভাবনা আছে, তথায় মত বিরোধ হইয়াছে, যেহেতু উক্ত শব্দটী অভিধানের হিসাবে দ্ব্যর্থ বাচক, যেরূপ قسورة শব্দ ইহার অর্থ শর নিক্ষেপ কারী হইয়া থাকে এবং উহার অর্থ ব্যঘ্র হইয়া থাকে।

عسعس শব্দ ইহার অর্থ যেরূপ রাত্রির আগমন হইয়া থাকে, সেইরূপ উহার পশ্চাদাপসরণ হইয়া থাকে। কিম্বা উক্ত শব্দটী মূলে দ্ব্যর্থবাচক ছিল, কিন্তু লক্ষ্যস্থল একপ্রকার অথবা একব্যক্তি হইবে—যেরূপ ثم دنى فتدلى এর ضمير সর্ব্বনামগুলি, যেরূপ ছুরাফজরের الفجر 'ফজর', الشفع 'আশশোফয়া' (জোড়) ليال عشر (দশ রাত্রি) এবং তত্তুল্য শব্দগুলি। এইরূপ স্থলে প্রাচীন বিদ্বানেরা যে সমস্ত অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, কোন কোন স্থলে তৎসমুদয় গ্রহণ করা জায়েজ হইবে এবং কোন কোন স্থলে সমুদয় অর্থ গ্রহণ করা জায়েজ হইবে না।

প্রথম সূত্রের কারণ এই যে, উক্ত আয়তটী দুইবার নাজেল হইয়াছে, একবারে প্রথম অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে এবং দ্বিতীয়বারে দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। কিম্বা উক্ত শব্দটী দ্ব্যর্থবাচক, কাজেই উহার উভয় অর্থ গ্রহণ করা জায়েজ হইবে। অথবা উক্ত শব্দ ব্যাপক অর্থবাচক, কাজেই যতক্ষণ উহার বিশিষ্ট অর্থ গ্রহণ করার প্রমাণ না হয়, ততক্ষণ উহা ব্যপক থাকিবে। এই প্রকারে উভয় মত ছহিহ ছনদে প্রমাণিত হইলে, দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত হইবে।

তফছিরকারকগণ একটী অর্থকে নিকট নিকট মর্ম্মবাচক কতক-গুলি শব্দের দ্বারা ব্যক্ত করিয়া থাকেন যেরূপ কোন বিদ্বান تبسل শব্দের ব্যাখ্যা تحبس দ্বারা করিয়া থাকেন, অন্যে ترتهن দ্বারা করিয়া থাকেন, কেননা উভয় শব্দ নিকট নিকট মর্ম্মবাচক, কোন কোন লোক ইহাকে মতভেদ স্থির করিয়া থাকেন, (অথচ উহা মতভেদ নহে।)

মূলকথা, তফছিরকারকগণ যে সমস্ত তফছির বর্ণনা করিয়াছেন, যদিও প্রকাশ্যভাবে ভিন্ন ভিন্ন মত বলিয়া অনুমিত হয়, তথাচ প্রকৃত পক্ষে তৎসমুদয়ের অধিকাংশ স্থলে ভিন্ন ভিন্ন মত নহে

---

## সঙ্গীত সংক্রান্ত তিনটী আয়তের সমালোচনা।

কোর-আন শরিফের কতকগুলি আয়েতে সঙ্গীত নিষিদ্ধ ও হারাম প্রমাণিত হইয়াছে, খাঁ ছাহেব তন্মধ্যে কেবল তিনটী আয়েতের সমালোচনা করিয়াছেন, আমি একে একে আয়েত তিনটীর ব্যাখ্যা প্রকাশ করিব এবং সঙ্গে সঙ্গে খাঁ ছাহেবের বাতীল সমালোচনার ভ্রান্তিগুলি লোক সমক্ষে প্রকাশ করিব।

প্রথম ছুরা লোকমানের আয়ত :—

و من الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم و يتخذها هزوا - اولئك لهم عذاب مهين ❋

"লোকদিগের মধ্যে কতক এরূপ আছে যে, لهو الحديث "লাহয়োয়াল-হাদিছ' অবলম্বন করে, এই হেতু যে, ( লোকদিগকে ) বিনাজ্ঞানে খোদার পথ হইতে ভ্রষ্ট করে এবং উহা হাসি ঠাট্টারূপে ব্যবহার করে। তাহাদের জন্য অপমান জনক শাস্তি আছে।

এই আয়তে বুঝাইতেছে যে, যে ব্যক্তি 'লাহয়োল-হাদিছ' অবলম্বন করে, সে দোজখের কঠিন শাস্তি প্রাপ্ত হইবে, কাজেই উহা হারাম হইবে, কিন্তু লাহয়োল-হাদিছ কি, তাহা বিবেচ্য বিষয়। তফছির-এবনো-কাছির ৮ম খণ্ড, ৩৪ পৃষ্ঠা ;—

لما ذكر تعالى حال السعداء و هم الذين يهتدون بكتاب الله و ينتفعون بسماعه (الى) عطف بذكر حال الاشقياء الذين اعرضوا عن الانتفاع بسماع كلام الله و اقبلوا على استماع المزامير و الغناء بالالحان و آلات الطرب كما قال ابن مسعود في قوله تعالى و من الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله قال هو و الله الغناء - روى ابن جرير عن ابى البكرى انه سمع عبد الله بن مسعود و هو يسئل عن هذه الاية و من الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله فقال عبد الله بن مسعود الغناء و الله الذي لا اله الا هو يرددها ثلاث مرات' و كذا قال ابن عباس و جابر و عكرمة و سعيد بن جبير و مجاهد و مكحول و عمرو بن شعيب

و علی بن بذیمة و قال الحسن البصري نزلت هذه الاية فی الغناء و المزامير *

"যখন আল্লাহ উক্ত সৌভাগ্যবানদিগের আলোচনা করিলেন- যাহারা খোদার কেতাব কর্ত্তৃক পথ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন এবং উহা শ্রবণে উপকৃত হন, তখন উক্ত হতভাগ্যদিগের আলোচনায় প্রবৃত্ত, হইলেন যাহারা আল্লাহতায়ালার কালাম শ্রবণের উপকারিতা হইতে বিমুখ হইয়াছে এবং বংশীধ্বনী সমূহ, কণ্ঠস্বর ও সঙ্গীত যন্ত্র সমূহ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত সঙ্গীত শ্রবণ করিতে অগ্রসর হইয়াছে, যেরূপ হজরত এবনো-মছউদ (রাঃ) و من الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله এই আয়ত সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, খোদার শপথ, [illegible] ( لهو الحديث ) সঙ্গীত।

[illegible]-জরির, আবুবকরি হইতে রেওয়াএত করিয়াছেন, তিনি (হজরত) আবদুল্লাহ বেনে মছউদ (রাঃ) কে و من الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله এই আয়ত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইতে শ্রবণ করিয়াছিলেন, ইহাতে (হজরত) আবদুল্লাহ বেনে মছউদ (রাঃ) বলিয়াছিলেন, যে আল্লাহ ব্যতীত অন্য মা'বুদ (উপাস্য) নাই তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি, لهو الحديث 'লাহয়োল-হাদিছ' এর অর্থ সঙ্গীত। তিনি তিনবার এইরূপ বলিয়াছিলেন।

এইরূপ (হজরত) এবনো-আব্বাছ, জাবের, একরামা, ছইদ বেনে জোবাএর, মোজাহেদ মকহুল, আমর বেনে শোয়াএব ও আলি বেনে বোজায়মা لهو الحديث 'লাহয়োয়াল-হাদিছ'এর অর্থ সঙ্গীত বলিয়াছেন। হাছান বাছারি বলিয়াছেন, "এই আয়তটী সঙ্গীত ও বাদ্যসমূহ সম্বন্ধে নাজেল হইয়াছিল।"

উপরোক্ত বিবরণে স্পষ্ট প্রমাণিত হইল যে, উক্ত ছুরা লোকমানের আয়তটী সঙ্গীত ও বাদ্য সমূহ নিষিদ্ধ হওয়ার সম্বন্ধে হইয়াছিল, এই হেতু ছাহাবা প্রবর হজরত আবদুল্লাহ বেনে মছউদ ও হজরত এবনো-আব্বাছ ও বহু তাবেয়ী বিদ্বান্ لهو الحديث এর অর্থ সঙ্গীত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন

খাঁ ছাহেবের মানিত নবাব ছিদ্দিক হাছান ছাহেব তফছির-ফৎহোল-বায়ানের ৭ম খণ্ড ২০৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

و هو كل باطل يلهي و يشغل عن الخير من الغناء و الملاهي و الاحاديث المكذوبة و الاضاحيك و السمر بالاساطير التي لا اصل لها و الخرافات و القصص المختلقة و المعازف و المزامير و كل ما هو منكر قال الحسن لهو الحديث المعازف و الغناء و روى عنه انه الكفر و الشرك و فيه بعد و المراد بالحديث الحديث المنكر و المعنى يختارون حديث الباطل على حديث الحق قال القرطبى ان اولى ما قيل في هذا الباب هو تفسير لهو الحديث بالغناء قال و هو قول الصحابة و التابعين - قال ابن عباس لهو الحديث باطله و عنه هو الغناء و اشباهه اخرجه البخاري فى الادب المفرد و عن ابن مسعود قال هو و الله الغناء و في لفظ قال هو الغناء و الله الذي لا اله الا هو يرددها ثلاث مرات و عن ابن عباس و الحسن و عكرمة و سعيد بن جبير قالوا لهو الحديث هو الغناء و الاية نزلت فيه و قيل هو كل لهو و لعب و المعني يستبدل و يختار الغناء و المزامير و المعازف على القرآن ✱

অর্থাৎ "যে কোন বাতীল কথা সৎকার্য্য হইতে বিরত রাখে ও বিমুখ করিয়া দেয়, যথা—সঙ্গীত, ক্রীড়াসকল, মিথ্যা কথা সকল, হাস্যজনক কথা সকল, অমূলক গল্প সমূহ বর্ণনা, প্রলাপোক্তি সমূহ, জাল কাহিনী সকল, বাদ্যযন্ত্র সকল, সঙ্গীত যন্ত্র সমূহ ও প্রত্যেক মন্দ বিষয়।

হাছান বলিয়াছেন, لهو الحديث 'লাহয়োল-হাদিছ' বাদ্যযন্ত্র সমূহ ও সঙ্গীত। তাঁহা হইতে উহার অর্থ কোফর ও শেরক বর্ণিত হইলেও উহা শব্দের সহিত আদৌ খাপ খায় না। الحديث শব্দের অর্থ অহিত কথা।

সুতরাং এই আয়তের অর্থ—কতক লোক সত্য কথা ত্যাগ করতঃ বাতীল কথা অবলম্বন করিয়া থাকে।

(এমাম) কোরতবি বলিয়াছেন, এই অধ্যায়ে যাহা কিছু কথিত হইয়াছে, لهو الحديث 'লাহয়োল-হাদিছ' এর সঙ্গীত অর্থই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। তিনি বলিয়াছেন, ইহাই ছাহাবা ও তাবেয়িগণের মত।

(হজরত) এবনো-আব্বাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, لهو الحديث 'লাহয়োল-হাদিছ' এর অর্থ বাতীল কথা। তাঁহা কর্ত্তৃক রেওয়াএত করা হইয়াছে যে, উহা সঙ্গীত ও তত্তুল্য বিষয়গুলি। (এমাম) বোখারি 'আদাবোল-মোফরাদ' কেতাবে উহা উল্লেখ করিয়াছেন। (হজরত)এবনো-মছউদ (রাঃ) বলিয়াছেন, খোদার শপথ, উহার অর্থ সঙ্গীত। অন্য রেওয়াএতে আছে, যে আল্লাহতায়ালা ব্যতীত অন্য মা'বুদ (প্রকৃত উপাস্য) নাই তাঁহার শপথ, উহার অর্থ সঙ্গীত, তিনি ইহা তিনবার বলিতেছিলেন। (হজরত) এবনো-আব্বাছ, হাছান, একরামা ও ছইদ বেনে জোবাএর বলিয়াছিলেন, لهو الحديث 'লাহয়োল-হাদিছ'এর অর্থ সঙ্গীত এবং এই সম্বন্ধে এই আয়ত নাজেল হইয়াছিল।

কতক বিদ্বান্ বলিয়াছেন, উহার অর্থ প্রত্যেক ক্রীড়া কৌতুক। আয়তের অর্থ— কতক লোক কোর-আনের পরিবর্ত্তে সঙ্গীত, সঙ্গীত যন্ত্র ও বাদ্যযন্ত্র সমূহ অবলম্বন করিয়া থাকে।"

উপরোক্ত বিবরণে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, উক্ত আয়ত সঙ্গীত নিষিদ্ধ হওয়া সম্বন্ধে নাজেল হইয়াছিল, এই হেতু ছাহাবা ও তাবেয়িগণ উহা হইতে সঙ্গীত হারাম হওয়া সপ্রমাণ করিয়াছেন। আর কতক বিদ্বান্ উহার ব্যাপক অর্থ গ্রহণ করিয়া যেরূপ উহা হইতে সঙ্গীত বাদ্য নিষিদ্ধ হওয়ার মত ধারণ করিয়াছেন, সেইরূপ অমূলক কাহিনী বর্ণনা, জাল কথা, হাস্যজনক কথা ইত্যাদি নিষিদ্ধ হওয়ার মত ধারণা করিয়াছেন।

মূল কথা, এই আয়েতে যে সঙ্গীত হারাম হইয়াছে, ইহাতে কোন দল বিদ্বানের মতভেদ নাই।

তফছিরে এবনো-জরির, ২১শ খণ্ড, ৩১ পৃষ্ঠা ;—

عن سعيد بن جبير عن ابي الصهباء البكري انه سمع عبد الله بن مسعود وهو يسأل عن هذه الآية ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم فقال عبد الله الغناء والله الذي لا اله الا هو يرددها ثلاث مرات ❋

ছইদ বেনে জোবাএর, আবুছ্-ছাহাবা বিকরি হইতে রেওয়াএত করিয়াছেন, তিনি (হজরত) আবদুল্লাহ বেনে মছউদ (রাঃ) কে ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم এই আয়ত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইতে শুনিয়াছিলেন, ইহাতে উক্ত হজরত বলিয়াছিলেন, যে আল্লাহ ব্যতীত অন্য মা'বুদ কেহ নাই, তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি, উহা ( لهو الحديث ) সঙ্গীত। তিনি এই কথা তিনবার বলিয়াছিলেন।"

আরও উক্ত পৃষ্ঠায় আছে ;—

عن سعيد بن جبير عن ابن عباس و من الناس من يشتري لهو الحديث قال الغناء ❋

“ছইদ বেনে জোবাএর, এবনো-আব্বাছ হইতে রেওয়াএত করিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন, উক্ত আয়তের لهو الحديث ‘লাহয়োল-হাদিছ’ এর অর্থ সঙ্গীত।”

পাঠক, ছাহাবাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম তফছিরকারক দুই ব্যক্তি لهو الحديثএর অর্থ সঙ্গীত বলিয়াছেন, বিশেষতঃ প্রথম ছাহাবা শপথ করিয়া উহা প্রকাশ করিয়াছেন। আর ইতিপূর্ব্বে প্রমাণিত হইয়াছে যে, তাঁহারা প্রত্যেক শব্দের অর্থ হজরত নবী (ছাঃ) হইতে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইহাতে বুঝা যায় যে, প্রকৃত পক্ষে উহা হজরত নবী (ছাঃ) এর প্রকাশিত অর্থ।

উক্ত তফছিরে হজরত এবনো-আব্বাছ (রাঃ) এর অন্য রেওয়াএতে আছে ;—

عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ومن الناس من يشتري لهو الحديث قال الغناء واشباهه ❋

ছইদ বেনে জোবাএর এবনো-আব্বাছের নিকট হইতে রেওয়াএত করিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন উক্ত আয়েতের لهو الحديث ‘লাহয়োল-হাদিছ’ এর অর্থ সঙ্গীত এবং তত্তুল্য বিষয়গুলি। ইহাতে বুঝা যায় যে, হজরত এবনো-আব্বাছ (রাঃ) উক্ত শব্দের ব্যাপক অর্থ লইয়া বলিয়াছেন যে, যেরূপ উহাতে সঙ্গীত নিষিদ্ধ হইয়াছে, সেইরূপ তত্তুল্য বিষয়গুলি নিষিদ্ধ হইয়াছে।

উক্ত তফছিরেই আছে ;—

عن جابر في قوله ومن الناس من يشتري لهو الحديث قال هو الغناء و الاستماع له ❋

(হজরত) জাবের (রাঃ) উক্ত আয়াত সম্বন্ধে বলিয়াছেন, لهو الحديث 'লাহয়োল-হাদিছ' এর অর্থ সঙ্গীত এবং উহা শ্রবণ করা।

উক্ত তফছিরে তাবেয়ি প্রবর মোজাহেদের এক রেওয়াএতে আছে ;— قال الغناء তিনি বলিয়াছেন, উহা সঙ্গীত।"

তাঁহার অন্য রেওয়াএতে আছে ;—
هو الغناء و كل لعب و لهو উহা সঙ্গীত এবং প্রত্যেক প্রকার খেলা ও ক্রীড়া।"

উক্ত তফছিরে তাবেয়ি প্রবর একরামার এই রেওয়াএত উল্লিখিত হইয়াছে ;— ( لهو الحديث ) لهو الحديث الغناء 'লাহয়োল-হাদিছ' এর অর্থ সঙ্গীত।

উপরোক্ত বিবরণে বুঝা যায় যে, যে ছাহাবা ও তাবেয়িগণ আয়তের শানে-নজুলের প্রতি লক্ষ্য করিয়াছেন, তিনি উহার অর্থ সঙ্গীত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। আর যাহারা উক্ত শব্দের ব্যাপক অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি যেরূপ উহাতে সঙ্গীত হারাম বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, সেইরূপ প্রত্যেক প্রকার খেলা ক্রীড়া হারাম বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

এমাম এবনো-জরির ব্যাপক অর্থ সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন যে, সঙ্গীত শেরক, উহার অন্তর্ভুক্ত।

তফছিরে-দোররোল-মনছুর, ৫ম খণ্ড, ১৫৯।১৬০ পৃষ্ঠায়—তিনি হজরত এবনো-আব্বাছ (রাঃ) হইতে উল্লেখ করিয়াছেন ;— لهو الحديث هو الغناء اشباهه 'লাহয়োল-হাদিছ' এর অর্থ সঙ্গীত এবং তত্তুল্য বিষয়গুলি।"

তিনি (হজরত) এবনো-মছউদ (রাঃ) হইতে উল্লেখ করিয়াছেন;— هو و الله الغناء অর্থাৎ খোদার কছম, উহার অর্থ সঙ্গীত।

তিনি তাবেয়ি শ্রেষ্ঠ একরামা হইতে উল্লেখ করিয়াছেন ;— هو الغنا 'লাহয়োল-হাদিছ' এর অর্থ সঙ্গীত।

তিনি তাবেয়িশ্রেষ্ঠ মোজাহেদ হইতে উল্লেখ করিয়াছেন, هو الغناء و كل لعب و لهو 'লাহয়োল-হাদিছ' এর অর্থ সঙ্গীত ও প্রত্যেক প্রকার খেলা ও ক্রীড়া।"

তিনি তাবেয়ি শ্রেষ্ঠ এবরাহিম নখয়ি হইতে উল্লেখ করিয়াছেন ;— هو الغناء উহার অর্থ সঙ্গীত।

তিনি আতা খোরাছানি হইতে উল্লেখ করিয়াছেন,—

الغناء و الباطل উহা সঙ্গীত ও বাতীল কার্য্য।"

তিনি তাবেয়ি প্রবর হাছান বাছারি হইতে উল্লেখ করিয়াছেন ;—

نزلت هذه الاية ومن الناس من يشتري لهو الحديث فى الغناء و المزامير ٭

ومن الناس من يشتري لهو الحديث এই আয়তটি সঙ্গীত ও সঙ্গীত যন্ত্র সমূহ সম্বন্ধে নাজেল হইয়াছিল।

তফছির-রুহল-মায়ানি, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৭৬৬ পৃষ্ঠায় আছে—

لهو الحديث على ما روي عن الحسن كل ما شغلك عن عبادة الله تعالى و ذكره من السمر و الاضاحيك و الخرافات و الغناء و نحوه - اخرج ابن ابى الدنيا و ابن جرير و ابن المنذر و الحاكم و صححه و البيهقي عن ابي الصهباء قال سالت عبد الله بن مسعود عن قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهوالحديث قال هو والله الغناء و به فسر كثير والحسن تفسيره بما يعم كل ذلك كما ذكرنا عن الحسن و هو الذي يقتضيه ما اخرجه البخاري فى الادب المفرد و ابن ابى الدنيا

و ابن جرير و ابن ابي حاتم و ابن مردويه و البيهقى عن ابن عباس انه قال لهو الحديث هو الغناء و اشباهه - فى الاية عند الاقترانن ثم الغناء داخلي ضرت و قد تضافرت الآثار و كلمات اكثر من العلماء الاخيار على ذمه مطلقا لا في مقام دون مقام *

"হাছান (বাছারি) রহমতুল্লাহে আলায়হের রেওয়াএত অনুসারে গল্প বর্ণনা, হাস্যজনক কথা সকল, প্রলাপোক্তি সমূহ, সঙ্গীত ইত্যাদি যে কোন বিষয় আল্লাহতায়ালার এবাদত ও জেকর হইতে তোমাকে বিরত রাখে, তাহাই لهو الحديث 'লাহয়োল হাদিছ' বলিয়া অভিহিত হইবে।"

এবনো-আবিশায়বা, এবনো-আবিদ্দুনইয়া, এবনো জরির, এবনোল-মোণ্ডের, হাকেম ও বয়হকী আবুছ-ছাহবা হইতে রেওয়াএত করিয়াছেন এবং হাকেম উহা ছহিহ বলিয়াছেন, উক্ত আবুছ্ছাহাবা বলিয়াছেন আমি ومن الناس من يشترى لهو الحديث খোদার এই আয়ত সম্বন্ধে আবদুল্লাহ বেনে মছউদকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, (ইহাতে) তিনি বলিয়াছিলেন, খোদার কছম, 'লাহয়োল-হাদিছ এর অর্থ সঙ্গীত।

বহু বিদ্বান্ لهو الحديث 'লাহয়োল হাদিছ'এর ব্যাখ্যা সঙ্গীত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

তফছির লেখক বলেন, উহার ব্যাপক অর্থ গ্রহণ করা উত্তম, যেরূপ আমি হাছান হইতে উল্লেখ করিয়াছি, ইহা উক্ত রেওয়াএত হইতে প্রতিপন্ন হয়—যাহা বোখারী, কেতাবোল মোফরাদে, এবনো-আবিদ্দুনইয়া, এবনো-জরির, এবনো-আবিহাতেম, এবনো-মারদাওয়ায়হে ও বয়হকী (হজরত) এবনো-আব্বাছ হইতে উল্লেখ করিয়াছেন, নিশ্চয় উক্ত ছাহাবা বলিয়াছেন, উহার অর্থ

সঙ্গীত ও তত্তুল্য বিষয়গুলি। অধিকাংশ বিদ্বানের নিকট এই আয়েতে উচ্চশব্দে সঙ্গীতের নিন্দাবাদ করা হইয়াছে এবং নিশ্চয় ছাহাবাগণের রেওয়াএত এবং নেককার আলেমগণের বহুকথা প্রত্যেক অবস্থাতে সকল প্রকারের সঙ্গীতের নিন্দাবাদের সমর্থন করিয়াছে।"

এইরূপ ছুনইয়ার সমস্ত তফছিরে আছে যে, বহুসংখ্যক ছাহাবা ও তাবেয়ি উক্ত আয়েতের لهو الحديث 'লাহয়োল-হাদিছ'এর অর্থ সঙ্গীত বলিয়া প্রকাশ করিয়া উহাতে সঙ্গীত হারাম সাব্যস্ত করিয়াছেন, যে যেহেতু উক্ত আয়ত সঙ্গীতের নিন্দাবাদে নাজিল হইয়াছিল।

আর একদল উহার ব্যাপক অর্থ গ্রহণ করিয়া যেরূপ সঙ্গীতকে হারাম বলিয়াছেন সেইরূপ তত্তুল্য অন্যান্য বিষয়গুলি হারাম বলিয়াছেন। ইহাতে বুঝা যায় যে, ছুনইয়ার সমস্ত তফছির-কারক আলেম উক্ত আয়তে সঙ্গীত হারাম হওয়া স্বীকার করিয়াছেন।

খাঁ ছাহেব মাসিক মোহাম্মদীর ৭১৭ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে লিখিয়াছেন ;—

"লাহয়োল-হাদিছকে সঙ্গীত অর্থে গ্রহণ করিলেও, উহা দ্বারা সকল সঙ্গীত সকল অবস্থায় কখনই নিষিদ্ধ বলিয়া প্রমাণিত হয় না। তফছিরকারকেরা এই প্রসঙ্গে বলিতেছেন—অর্থাৎ ليضل শব্দের লাম তা'লিল বা কারণ ব্যঞ্জক। অতএব উহা দ্বারা জানা যাইতেছে যে, মানুষকে আল্লাহর পথ হইতে ভ্রষ্ট করার উদ্দেশ্যে যে সব বেহুদা কথা গ্রহণ করা হয়, আয়তে কেবল তাহারই নিন্দা করা হইয়াছে।

এই সম্পর্কে আমরা মাওলানা শাহ আব্দুল আজিজ দেহলবী ছাহেব তদুত্তরে যাহা কিছু ফাতাওয়ায়-আজিজির ১ম খণ্ডের

৬৫।৬৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, তাহাই এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি :—

اما غنا پس کلام خدا و احادیث سرور انبیا علیه التحیة و الثنا بحرمت آن ناطق است قال الله تعالی ومن الناس من یشتري لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله در معالم از عبد الله بن مسعود و ابن عباس وحسن و عکرمه وسعید بن جبیر رضي الله عنهم نقل کرده که لهو الحدیث غنا و مزامیر ومعازف است و در مدارک گفته که ابن عباس و ابن مسعود قسم میخوردند که لهو الحدیث غنا است و در در المعاني گفته که لهو الحدیث غنا و مزامیر است و در کشاف ذکر کرده که لهو الحدیث مانند غنا و تعلیم موسیقات است ودرمغني گفته که لهو الحدیث غنا است و آن حرام است باین نص ومستحل آن کافر است و در تفسیر ثعلبي آورده که لهو الحدیث غنا وضرب بربط و دف واوتار و طنبور است وآنهمه باین نص حرام انه من استحله فقد کفر و وجه دلالت این کریمه بر حرمت آنست که حق تعالی غنا را بلهو الحدیث مسمی ساخت و تعبیر ازوی باین لفظ پرداخت و لهو غیر از اقسام ثلثه بمقتضای احادیث و قرآن حرام است قال الله تعالی علی سبیل التوبیخ افحسبتم انما خلقناکم عبثا ای عابثین لاعبین لاهین قال علیه السلام کل شيء یلهو به الرجل باطل الارمیه بقوسه و تادیبه

فرسه و ملاعبته امرأته وانهن من الحق رواه الترمذي
وابن ماجه و الدارمي وآنچه جمعی از اهل اباحت
میگویند که کریمه بر حرمت غنا مطلقا دلالت نمي
کند زیرانکه مدلول کریمه حرمت است وقتیکه بطریق
لهو بود واگر نه چنین باشد حرام نیست باطل است
زیرا که لهو الحدیث هرگاه به غنا مفسر شده غنا لهو
حدیث باشد چه تقیید مفسر به مفسر معنی ندارد
و همچنین آنچه آن جماعة از ظاهر کریمه تقیید فهمیده
میگویند که غنا مطلقا حرام نیست بلکه وقتیکه مودي
باضلال باشد باطل است زیرا که چون بودن غنا لهو
الحدیث متحقق شد حرمت آن ثابت گشت و تقیید
باضلال که منشاء آن وهم وخیال است از قبیل تقییدي
است که درین حدیث وارد شده و ملحد فی الحرام
و ان تزني حليلة جارك با آنکه الحاد مطلق و زنا
مطلق حرام است اما الحاد درحرم و زنا بزن همسایه
شنیع تراست و در کریمه نهایت تشنیع بر مذهب
آنجماعت است که لهو الحدیث را که في نفسه حرام
است برای تضلیل اختیار نموده اند پس بر اباحت
اصل غنا دلالت نکند *

কিন্তু সঙ্গীতের হারাম হওয়া কোর-আন ও হজরতের হাদিছ সমূহ দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। খোদাতায়ালা বলিয়াছেন,—লোকদের মধ্যে এরূপ কতক লোক আছে,—যাহারা 'লাহয়োল-হাদিছ' لهو الحديث অবলম্বন করে, উদ্দেশ্য এই যে, (লোকদিগকে)

খোদার পথ হইতে ভ্রষ্ট করে। তফছির মায়লেমে আবদুল্লাহ বেনে-মছউদ, এবনো-আব্বাছ, হাছান, একরামা ও ছইদ বেনে জোবাএর (রাঃ) হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন যে, 'লাহয়োল-হাদিছ' এর অর্থ সঙ্গীত, সঙ্গীত যন্ত্র সমূহ ও বাদ্যযন্ত্র সমূহ।

তফছির মাদারেকে আছে, (হজরত) এবনো-আব্বাছ ও এবনো-মছউদ শপথ করিয়া বলিতেন যে, 'লাহয়োল-হাদিছ' এর অর্থ সঙ্গীত। দোরেল মায়ানিতে কথিত হইয়াছে যে, 'লাহয়োল-হাদিছ' এর অর্থ সঙ্গীত ও সঙ্গীত যন্ত্রসমূহ। তফছিরে-কাশ্শাফে উল্লিখিত হইয়াছে যে, 'লাহয়োল-হাদিছ' সঙ্গীত ও রাগরাগিণী সমূহ শিক্ষা (দেওয়ার তুল্য বিষয়) মোগনী কেতাবে কথিত হইয়াছে যে, 'লাহয়োল-হাদিছ' এর অর্থ সঙ্গীত, এই আয়তে উহা হারাম হইয়াছে। উহা হালালকারী কাফের হইবে। তফছিরে ছায়ালাবিতে আছে, 'লাহয়োল-হাদিছ' সঙ্গীত, বেহালা, দফ, একতারা, দুইতারা, ছেতারা ও তানপুরা বাজানকে বলা হইয়াছে। ঐ সমস্ত এই আয়তে হারাম হইয়াছে, যে ব্যক্তি উহা হালাল জানিবে, নিশ্চয় কাফের হইবে।

এই আয়তে সঙ্গীত হারাম হওয়া প্রতিপন্ন হওয়ার কারণ এই যে, খোদাতায়ালা সঙ্গীতকে 'লাহয়োল-হাদিছ' নামে অভিহিত করিয়াছেন, হাদিছ সমূহ ও কোর-আন অনুযায়ী তিন প্রকার ব্যতীত সমস্ত ক্রীড়া হারাম হইয়াছে। আল্লাহতায়ালা তাগিদ করিয়া বলিয়াছেন,—আমি তোমাদিগকে ক্রীড়াকারী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছি বলিয়া তোমরা কি ধারণা করিয়াছ? নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, মনুষ্য যে কোন ক্রীড়া করে, সমস্ত বাতীল, কেবল তাহার ধনুক হইতে শর নিক্ষেপ করা, নিজের ঘোটককে শিক্ষা প্রদান করা এবং আপন স্ত্রীর সহিত আমোদ প্রমোদ করা, নিশ্চয় এই তিনটী কার্য্য সত্য (বাতীল নহে),

তেরমেজি এবনো-মাজা ও দারমি ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন। একদল সঙ্গীত হালালকারী বলিয়া থাকে যে, উক্ত আয়তে সর্ব্ব-প্রকার সঙ্গীত হারাম হওয়া প্রমাণিত হয় না, বরং ক্রীড়া কৌতুকভাবে সঙ্গীত করিলে, উহা হারাম হইবে। আর যদি এইরূপ না হয়, তবে হারাম হইবে না। এই দাবী বাতীল, কেননা যখন 'লাহয়োল-হাদিছ' এর ব্যাখ্যা সঙ্গীত হইল, তখন সঙ্গীত ক্রীড়াজনক কথা হইল, কাজেই উহাকে ক্রীড়াজনক ও ক্রীড়াশূন্য দুইভাগে বিভক্ত করা অর্থশূন্য মত। এইরূপ উক্তদল আয়তের স্পষ্ট অর্থ হিসাবে تقييد বিশিষ্ট অবস্থাতে সীমাবদ্ধ বুঝিয়া বলিয়া থাকেন যে, সঙ্গীত প্রত্যেক অবস্থাতে হারাম নহে, বরং যখন উহা পথ ভ্রষ্টকারী হয়, তখন (হারাম হইবে), ইহাও বাতীল দাবি, কেননা যখন 'লাহয়োল-হাদিছ' এর অর্থ সঙ্গীত হওয়া প্রতিপন্ন হইল, তখন উহা হারাম হওয়া প্রতিপন্ন হইল, আয়েতে যে পথভ্রষ্টকারী হওয়ার قيد শর্ত্ত করা হইয়াছে—যদ্দ্বারা উক্ত অমূলক ধারণাও কল্পনার সৃষ্টি হইয়াছে, উহা قيد اتفاقي অর্থাৎ প্রকৃত সর্ত্ত নহে, যেরূপ হাদিছে আসিয়াছে;—যে ব্যক্তি মক্কাশরীফের হেরমে ধর্ম্মত্যাগ করতঃ বেদীন হইয়া যায়, (সে অভিসম্পাতগ্রস্ত)। আরও হাদিছে আছে;—(ইহাও গোনাহ কবিরা যে), তুমি তোমার প্রতিবেশী স্ত্রীর সহিত ব্যভিচার করিবে।" যদিও সকল স্থানে ধর্ম্ম ত্যাগ করতঃ বেদীন হওয়া ও প্রত্যেক ক্ষেত্রে ব্যভিচার করা হারাম, তথাচ হেরম শরীফে ধর্ম্মত্যাগ করা ও প্রতিবেশীর স্ত্রীর সহিত ব্যভিচার করা কঠিনতর হারাম। এইরূপ যদিও মূল সঙ্গীত হারাম, তথাচ যাহারা লোকদিগকে পথভ্রষ্ট করা উদ্দেশ্যে উহা অবলম্বন করিয়া থাকে, এই আয়তে তাহাদের অত্যন্ত নিন্দাবাদ করা হইয়াছে। কাজেই উক্ত শব্দে মূল সঙ্গীত হালাল হওয়া প্রমাণিত হইতে পারে না।"

ইহাতে বুঝা গেল যে, খাঁ ছাহেব যে সঙ্গীতের স্থলবিশেষ হারাম হওয়ার দাবী করিয়াছেন, ইহা তাঁহার বাতীল দাবি।

পাঠক, কোর-আন শরিফে এরূপ কতিপয় স্থলে কতকগুলি শব্দ উল্লেখ হইয়াছে, যাহা প্রকৃতপক্ষে শর্ত্ত নহে, ইহাকে আরবিতে قيد اتفاقي 'কয়দে-এত্তেফাকি' বলা হইয়া থাকে।

কোর-আন শরিফের ছুরা আল্-এমরাণে আছে;—

لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفة

"তোমরা দ্বিগুণ চারিগুণ সুদ ভক্ষণ করিও না।"

খাঁছাহেব যে সময় সপ্তাহিক মোহাম্মদীতে সুদ জায়েজ ও নাজায়েজ হওয়া সংক্রান্ত প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, সেই সময় তিনি লিখিয়াছিলেন, মূলে সুদ দূষিত বস্তু। কাজেই উহা দ্বিগুণ চারিগুণ হইলেও হারাম হইবে, আর এক পয়সা হইলেও হারাম হইবে। কাজেই اضعافا مضاعفة দ্বিগুণ চারিগুণ শব্দ শর্ত্ত নহে, বরং قيد اتفاقي 'কয়দে-এত্তেফাকি'। আমরা বলি, কোর-আন শরিফে এইরূপ قيد اتفاقي 'কয়দে-এত্তেফাকি' এর দৃষ্টান্ত বিরল নহে।

কোর-আনের ছুরা নুরে আছে;—

لا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردن تحصنا

"তোমরা নিজেদের দাসীদিগের উপর ব্যভিচারের জন্য বল প্রয়োগ করিও না—যদি তাহারা পবিত্র থাকার ইচ্ছা করে

এস্থলে ان اردن تحصنا "যদি তাহারা পবিত্র থাকার ইচ্ছা করে।" এই শব্দগুলি শর্ত্ত নহে, قيد اتفاقي কয়দে-এত্তেফাকি' কাজেই তাহারা পবিত্র থাকার ইচ্ছা করুক, আর নাই করুক, ব্যভিচারের জন্য তাহাদের উপর বল প্রয়োগ করা হারাম।

এক্ষেত্রে খাঁ ছাহেব কি বলিতে চান যে, যদি দাসীরা পবিত্র থাকার ইচ্ছা না করে, তবে তাহাদিগকে ব্যভিচার করার জন্য জবরদস্তি করা জায়েজ হইবে ?

কোর-আন ছুরা নেছাতে আছে : –

و ربائبكم اللاتي في حجوركم من نساءكم اللاتي دخلتم بهن

"আর তোমরা তোমাদের যে স্ত্রীদের সহিত সঙ্গম করিয়াছ, তাহাদের যে কন্যাসকল তোমাদের ক্রোড়ে (প্রতিপালিত হইয়াছে), উক্ত কন্যাসকল তোমাদের পক্ষে হারাম করা হইয়াছে।"

এই আয়তে বুঝা যায় যে, আপন পত্নীর অন্য স্বামীর পক্ষ হইতে যে কন্যা থাকে, যদি সেই কন্যা এই ব্যক্তির ক্রোড়ে প্রতি-পালিত না হয়, তবে হারাম হইবে না. কিন্তু আলেমগণ বলিয়াছেন, في حجوركم "তোমাদের ক্রোড়ে প্রতিপালিত হইয়াছে" এই শব্দগুলি হারাম হওয়ার শর্ত নহে, বরং قيد اتفاقي কয়দে-এত্তেফাকি', কাজেই যে স্ত্রীর সহিত সঙ্গম করা হইয়াছে, তাহার অন্য স্বামীর পক্ষীয় কন্যা ইহার ক্রোড়ে প্রতিপালিত হইয়া থাকুক, আর নাই থাকুক হারাম হইবে।

খাঁ ছাহেবের মতে যদি উপরোক্ত কন্যাটী এই ব্যক্তির ক্রোড়ে প্রতিপালিত না হইয়া থাকে, তবে হালাল হইবে কি ?

কোর-আন ছুরা নেছাতে আছে ;—

و اذا ضربتم فى الارض فليس عليكم جناح ان

تقصروا من الصلوة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا ❋

আর যে সময় তোমরা ভূ-খণ্ডে পর্য্যটন (ছফর) কর, তখন যদি তোমরা আশঙ্কা কর যে, কাফেরেরা তোমাদিগকে বিপন্ন করিবে, তবে তোমাদের নামাজে কছর করায় তোমাদের প্রতি কোন গোনাহ নাই।"

এই আয়তের স্পষ্ট মর্ম্মানুসারে বুঝা যায় যে, ছফরে কাফের-দিগের অত্যাচারের আশঙ্কা না হইলে,নামাজের কছর করা জায়েজ নহে, কিন্তু আলেমগণ বলিয়াছেন, কাফেরদিগের অত্যাচারের আশঙ্কা শর্ত্ত নহে, উহা قيد اتفاقي 'কয়দে-এত্তেফাকি'।

খাঁ ছাহেবের মতে কাফেরদের অত্যাচারের আশঙ্কা না থাকিলে, কছর না-জায়েজ হইবে কি ?



কোর-আনের ছুরা নেছাতে আছে ;—

و اذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلوة فلتقم الخ

এবং যখন তুমি (হে মোহম্মদ) তাঁহাদের (মুছলমানগণের) মধ্যে থাক এবং তাহাদের জন্য নামাজ কায়েম কর, তখন এইভাবে ভয়ের নামাজ পড়।"

এই আয়তে বুঝা যায় যে, হজরত নবি (ছাঃ) এর অনুপস্থিতিতে খওফের নামাজ জায়েজ হইবে না, কিন্তু আলেমগণ বলেন, হজরতের উপস্থিতি শর্ত্ত নহে, বরং قيد اتفاقي 'কয়দে এত্তেফাকি' খাঁ ছাহেবের মতে বর্ত্তমানকালে খওফের নামাজ নাজায়েজ হইবে কি ?

কোর-আন ছুরা বাকারে আছে ;—

و لا تكونوا اول كافر به

"এবং তোমরা কোর-আন শরিফের প্রথম অবিশ্বাসকারী হইও না।"

ইহার স্পষ্ট মর্ম্মানুসারে বুঝা যায় যে, কোর-আন শরিফকে শেষে অমান্য করা জায়েজ হইবে, কিন্তু আলেমগণ বলেন,প্রথম শব্দটী قيد اتفاقي 'কয়দে এত্তেফাকি' কাজেই কোন সময় কোর-আন অমান্য করা জায়েজ হইবে না।

খাঁ ছাহেবের মতে কোর-আনের শেষ অমান্যকারী হওয়া জায়েজ হইবে কি ?

এইরূপ সঙ্গীতকে খোদা ক্রীড়া জনক কথা স্থির করিয়াছেন, আর কোর-আন ও হাদিছে ক্রীড়া করা নিষিদ্ধ স্থিরীকৃত হইয়াছে, কাজেই উহা প্রত্যেক অবস্থাতে হারাম হইবে।

দ্বিতীয়, মূল সঙ্গীত পথভ্রষ্টকারী বিষয়, কাজেই সঙ্গীতকারী পথভ্রষ্ট করা উদ্দেশ্য উহার অনুষ্ঠান করুক, আর নাই করুক, হারাম হইবে, অবশ্য উক্ত উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া করিলে, কঠিনতর হারাম হইবে।

খাঁ ছাহেব ৭১৭ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে লিখিয়াছেন ;—আয়ত দুইটী সরাসরি ভাবে পড়িয়া দেখিলেও জানা যাইবে যে, যে সকল ধর্ম্মদ্রোহী ব্যক্তি জনসাধারণকে এছলাম হইতে পরাঙ্মুখ করার জন্য নানাবিধ বেহুদা বাক্য-বিন্যাস করিতে অভ্যস্ত ছিল এবং যাহারা কোর-আনের আয়তগুলিকে শ্রবণ করিয়া অহঙ্কার ভরে তাহার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিত, আয়তে তাহাদিগের নিন্দা করা হইয়াছে মাত্র। সঙ্গীত ও অসঙ্গীত লইয়া কোন কথাই এখানে বলা হয় নাই। ইতিপূর্ব্বে খাঁ ছাহেবের স্বমতাবলম্বী নবাব ছিদ্দিক হাছান ছাহেবের তফছির ফৎহোল বায়ান হইতে উদ্ধৃত করিয়াছি যে, ছাহাবা প্রবর হজরত এবনো-আব্বাছ, তাবেয়ি শ্রেষ্ঠ হজরত হাছান বাছারি, একরামা ও ছইদ বেনে জোবএর বলিয়াছেন যে, উক্ত আয়ত সঙ্গীতের নিন্দাবাদে নাজেল হইয়াছিল। আর ইহা ছহিহ ছনদে বর্ণিত হইয়াছে। আরও তফছিরে-এবনো-জরিরের ছহিহ ছনদে বর্ণিত হইয়াছে যে, لهو الحديث 'লাহয়োল-হাদিছ এর অর্থ সঙ্গীত।

তফছির এৎকান ১৭৬ পৃষ্ঠা ;—

فان لم يجده من السنة رجع الى اقوال الصحابة فانهم ادرى بذلك لما شاهدوه من القرائن و الاحوال عند

نزوله و لما اختصوا من الفهم التام و العلم الصحيح و العمل الصالح و قد روى الحاكم في المستدرك ان تفسير الصحابي الذي شهد الوحي و التنزيل له حكم المرفوع ●

"আর যদি কোর-আনের তফছির হাদিছে প্রাপ্ত না হয়, তবে ছাহবাগণের কথার দিকে রুজু করিবে, কেননা নিশ্চয় তাঁহারা যেহেতু কোর-আন নাজেল হওয়ার সময় ব্যবস্থা ও লক্ষণগুলি স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছিলেন এবং পূর্ণ বোধশক্তি, সত্য এলম লাভে ও সৎকার্য্য অনুষ্ঠানে বিশেষত্ব লাভ করিয়াছিলেন, এই হেতু তাঁহারা উহার তফছির সম্বন্ধে সমধিক অভিজ্ঞ ছিলেন।

হাকেম 'মোস্তাদরেক' কেতাবে উল্লেখ করিয়াছেন, যে ছাহাবা অহি ও কোর-আন নাজেল হওয়ার সময় উপস্থিত ছিলেন, তাঁহার (বর্ণিত) তফছির নিশ্চয় 'মরফু' হাদিছের তুল্য গ্রহণীয় হইবে।

উক্ত তফছির ১৮৩ পৃষ্ঠায় আরও আছে—

و الثاني ينظر في تفسير الصحابي فان فسره من حيث اللغة فهم اهل اللسان فلا شك في اعتماده او بما شاهده من الاسباب و القرائن فلا شك فيه ●

দ্বিতীয় ছাহাবার তফছির সম্বন্ধে দেখিতে হইবে, যদি তিনি শব্দার্থ সম্বন্ধে উহার তফছির করিয়া থাকেন তবে উহার বিশ্বাস-যোগ্য হওয়া সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। আর যদি তিনি নাজেল হওয়ার কারণ ও লক্ষণ সম্বন্ধে যাহা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন, তাহাই প্রকাশ করেন, তবে উহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

পাঠক, ইহাতে বুঝা গেল যে, খাঁ ছাহেব এই আয়তের নাজেল হওয়ার কারণ যাহা উল্লেখ করিয়াছেন, উহা ছাহাবা ও তাবেয়িগণের তফছিরের বিপরীত, দ্বিতীয়তঃ উহার কোন ছহিহ

প্রমাণ নাই, কাজেই তাঁহার দাবি একেবারে বাতীল। এইরূপ বাতীল দাবির উপর গরিমা করা ধর্ম্মপরায়ণ বিদ্বানের পক্ষে কিছু-তেই শোভনীয় নহে।

এৎকান ১৮ পৃষ্ঠা ;—

منه ما لا يجوز الكلام فيه الا بطريق السمع و هو اسباب النزول *

এক প্রকার তফছির সম্বন্ধে প্রাচীনদিগের রেওয়াএত ব্যতীত মত প্রকাশ করা জায়েজ নহে, যথা—নাজেল হওয়ার কারণগুলি।”

খাঁ ছাহেব দাবি করিয়াছেন যে, ধর্ম্মোদ্রোহী ব্যক্তিরা নানাবিধ বেহুদা বাক্যবিন্যাস করিয়া জনসাধারণকে এছলাম হইতে পরাঙ্মুখ করিত, এই আয়তে তাহাদিগের নিন্দাবাদ করা হইয়াছে। যদি তাঁহার এই দাবী সত্য হয়, তবে ইহার ছহিহ প্রমাণ প্রকাশ করুন, নচেৎ আর এইরূপ বাতীলকথা প্রচার করিয়া দেশের অজ্ঞ লোক-দিগকে ভ্রান্ত করিবেন না।

আরও বলি, এই আয়ত সঙ্গীতের নিন্দাবাদে নাজেল হইয়া-ছিল, কাজেই ‘লাহয়োল হাদিছ’ এর স্পষ্ট অর্থ যে সঙ্গীত হইবে, ইহাতে তিলবিন্দু সন্দেহ নাই, কিন্তু শব্দের ব্যাপক অর্থ গ্রহণ করিলে, বেহুদা কথাগুলি এই পর্য্যায়ভুক্ত হইবে।

খাঁ ছাহেব শব্দের আসল অর্থ ত্যাগ করিয়া নকল অর্থ লইয়া এত টানাটানি করিতেছেন কেন? দেশবাসিরা আমাদিগকে ইহার কারণ বুঝাইয়া দিবেন কি? ইহাতে খাঁ ছাহেব কোর-আনের তহরিফ করেন নাই কি? খাঁ ছাহেব তাঁহার সঙ্গীত প্রিয় বন্ধুবান্ধব-দিগের মোহজালে পড়িয়া এইরূপ করিয়াছেন কি? না অন্য কোন গুপ্ত উদ্দেশ্য আছে?

খাঁ ছাহেব তাঁহার মাসিকের ৭১৭ পৃষ্ঠায় প্রথম ও দ্বিতীয় কলমে লিখিয়াছেন।

"মতভেদের মূল হইতেছে, لهو শব্দের তাৎপর্য্য লইয়া। অন্য পক্ষ বলিতেছেন যে, উহার অর্থ সঙ্গীত এবং ইহার প্রমাণ স্বরূপ তাঁহারা এবনে-আব্বাছ ও এবনে-মছউদের উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন। এসম্বন্ধে আমাদের প্রথম নিবেদন এই যে, আমরা আবদুল্লাএবনে-আব্বাছ ও এবনে-মছউদকে বোজর্গ বলিয়া মান্য করিলেও নবি ও মাছুম বলিয়া তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিতে কখনও প্রস্তুত নহি। সুতরাং তাঁহাদিগের উক্তি মাত্রকে বিনা বিচারে গ্রহণ করা আমরা অসঙ্গত বলিয়াই মনে করিয়া থাকি। কোর-আনের তফছির সম্বন্ধে ইঁহাদিগের শত শত কথা আলেম-মণ্ডলী কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া আছে। অন্যথায় কয়েকটা ছুরাকে পর্য্যন্ত কোর-আনের অঙ্গ হইতে বাদ দিয়া ফেলিতে হইবে।"

আমরা বলি, খাঁ ছাহেব এস্থলে কয়েকটী ভুল করিয়াছেন। প্রথম এই যে, আমি পূর্ব্বে খাঁ ছাহেবের স্বমতাবলম্বী নবাব ছিদ্দিক হাছান ছাহেবের তফছির ফৎহোল-বায়ান হইতে উদ্ধৃত করিয়াছি যে, 'লাহয়োল-হাদিছ'এর অর্থ যে সঙ্গীত, ইহা সমস্ত ছাহাবা ও তাবেয়ির মত, ইহা কেবল হজরত আবদুল্লাহ বেনে মছউদ ও হজরত এবনো-আব্বাছের মত নহে।

কাজেই খাঁ ছাহেবের এই দাবি যে, ইহা কেবল উপরোক্ত ছাহাবাদ্বয়ের মত ভ্রান্তিমূলক দাবি।

দ্বিতীয়তঃ পূর্ব্বে তফছির এৎকান হইতে উদ্ধৃত করিয়াছি যে, ছাহাবাগণ, বিশেষতঃ হজরত আবদুল্লাহ বেনে-মছউদ (রাঃ) হজরতের নিকট কোর-আনের শব্দগুলির অর্থ শিক্ষা করিয়াছিলেন, কাজেই তাঁহাদের প্রকাশিত শব্দার্থ হজরতের হাদিছ ধরিতে হইবে। আর তাঁহারা শানে-নজুল সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিয়াছেন, উহা মরফু হাদিছের তুল্য, কাজেই শানে-নজুল ও কোর-আনের শব্দার্থ সম্বন্ধে তাঁহাদের মত অমান্য করিলে, হজরতের হাদিছ ও

মত অমান্য করা হইবে। খাঁ ছাহেব উপরোক্ত ক্ষেত্রদ্বয়ে তাঁহাদের মত অমান্য করিলে কিছুতেই কোর-আনের প্রকৃত মৰ্ম্ম অবগত হইতে পারিবেন না।

তফছিরে-এৎকান, ১৮৩ পৃষ্ঠা ;—

الحق ان علم التفسير منه ما يتوقف على النقل كسبب النزول و النسخ و تعيين المبهم و تبيين المجمل ❋

"সত্য মত এই যে, এক প্রকার তফছিরের জ্ঞান প্রাচীনদিগের রেওয়াএতের উপর নির্ভর করে, যথা—নাজেল হওয়ার কারণ, নাছেখ ও মনছুখের জ্ঞান, অস্পষ্ট মৰ্ম্মবাচক শব্দের মৰ্ম্ম নির্ণয় ও অব্যক্ত মৰ্ম্মসূচক শব্দের প্রকৃত মৰ্ম্ম নির্দ্দেশ।"

খাঁ ছাহেব উপরোক্ত বিষয়গুলিতে তাঁহাদের মত বিনা বিচারে মান্য করিতে বাধ্য।

উক্ত তফছির, ১৭৮ পৃষ্ঠা ;—

من عدل عن مذاهب الصحابة و التابعين و تفسيرهم الى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا لانهم كانوا اعلم بتفسيره و معانيه ❋

"যে ব্যক্তি ছাহাবা ও তাবেয়িগণের মত ও তফছির ত্যাগ করতঃ উহার বিপরীত মত ধারণ করে, সে ব্যক্তি তৎসম্বন্ধে ভ্রান্ত হইবে, এবং বেদয়াতি হইবে, কেননা তাঁহারা কোর-আনের তফছির ও মৰ্ম্মসমূহ সম্বন্ধে সমধিক অভিজ্ঞ ছিলেন।"

তৃতীয়তঃ ইতিপূৰ্ব্বে তফছির এৎকান হইতে উদ্ধৃত করিয়াছি যে, ছাহাবা ও তাবেয়িগণ তফছির বর্ণনা উপলক্ষে একটী বিষয়ের ভিন্ন ভিন্ন বিশেষণ উল্লেখ করিয়াছেন, কিম্বা একটী ব্যাপক অর্থের ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের উল্লেখ করিয়াছেন, অথবা নিকট নিকট অর্থ-বাচক শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, তৎসমুদয় স্থলে প্রকৃতপক্ষে কোন

মতভেদ হয় নাই। খাঁ ছাহেবের ন্যায় স্থূলদর্শী লোকেরা উপরোক্ত ক্ষেত্র সমূহে বুঝিয়া লইয়াছেন যে, তাবেয়িগণ বা অন্যান্য বিদ্বান্‌গণ ছাহাবাগণের মত ত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ব্যাপার তাহা নহে, কাজেই তাহারা এইরূপ কল্পনা করিয়া মহা ভ্রমে পতিত হইয়াছেন।

ইহাতে বুঝা গেল যে, তফছির সম্বন্ধে ছাহাবাগণের শত শত মত পরিত্যক্ত হওয়ার দাবি একেবারে বাতীল।

আরও ইতিপূর্ব্বে প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছি যে, দুন্‌ইয়ার বিদ্বান মণ্ডলী লাহয়োল-হাদিছ'এর বিশিষ্ট অর্থ গ্রহণ করিয়া থাকেন, সকলেই একবাক্যে উহাতে সঙ্গীত নিষিদ্ধ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন. ফকিহ এমামগণ তাঁহাদের অনুসরণ করিয়া সঙ্গীত হারাম সাব্যস্ত করিয়াছেন ; কাজেই খাঁ ছাহেব এই সর্ব্ববাদিসম্মত মতকে কি জন্য ত্যাগ করিলেন ?

চতুর্থ খাঁ ছাহেব হজরত এবনো-মছউদের উপর এই কটাক্ষ-পাত করিয়াছেন যে, তিনি কোর-আনের কয়েকটী ছুরা ( ছুরা ফাতেহা, নাছ ও ফালাক ) কোরআনের অঙ্গ বলিয়া স্বীকার করেন নাই, কাজেই তাঁহার সমস্ত কথা গ্রহণীয় হইবে কিরূপে ?

তদুত্তরে আমরা বলি, এমাম রাজি তফছিরে-কবিরের ১ম খণ্ডে ( ১১৮ পৃষ্ঠায় ) লিখিয়াছেন ;—

نقل في بعض الكتب القديمة ان ابن مسعود كان ينكرون سورة الفاتحة و المعوذتين من القرآن و هو في غاية الصعوبة - و الا غلب على الظن ان نقل هذا المذهب عن ابن مسعود نقل باطل *

"কতক পুরাতন কেতাবে উল্লিখিত হইয়াছে যে, নিশ্চয় এবনো-মছউদ ছুরা ফাতেহা, নাছ ও ফালাককে কোর-আনের অংশ হওয়া

অস্বীকার করিতেন, ইহা নিতান্ত মুস্কিল বিষয়। প্রবল ধারণা এই যে, এবনো-মছউদ হইতে এই রেওয়াএত একেবারে বাতীল রেওয়াএত।"

এমাম নাবাবী 'মোহাজ্জাব' এর টীকায় লিখিয়াছেন ;—

أجمع المسلمون على ان المعوذتين و الفاتحة من القرآن و ان من جحد منها شيأ كفر و ما نقل عن ابن مسعود باطل ليس بصحيح ✱

"মুছলমানগণ এজমা (একবাক্যে স্বীকার) করিয়াছেন যে, ছুরা নাছ, ফালাক ও ফাতেহা কোর-আনের অংশ, আর যে ব্যক্তি উহার কোন অংশ অস্বীকার করিবে, নিশ্চয় সে কাফের হইবে। (হজরত) এবনো-মছউদ হইতে যে রেওয়াএত করা হইয়াছে, উহা বাতীল, উহার সত্য প্রমাণ নাই।"

এবনো-হাজম 'মোহাল্লা' কেতাবে লিখিয়াছেন ;—

هذا كذب على ابن مسعود و موضوع و انما صح عنه قرأة عاصم عن زر عنه و فيها المعوذتان و الفاتحة ✱

"ইহা এবনো-মছউদের উপর মিথ্যা আরোপ ও জাল করা হইয়াছে। (এমাম) আ'ছেম (এমাম) জোর্ হইতে তিনি উক্ত এবনো-মছউদ হইতে কেরাত শিক্ষা করিয়াছেন, ইহার ছহিহ প্রমাণ আছে ; আর উক্ত কেরাতে ছুরা নাছ, ফালাক ও ফাতেহা উল্লিখিত হইয়াছে।"

উক্ত এবনো-হাজম 'আল-ফাছলো ফিল-মিলাল অন্নেহাল কেতাবের ৭৭পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—"লোকের এই ধারণা যে, (হজরত) এবনো-মছউদের সঙ্কলিত কোর-আন আমাদের লিখিত কোর-আনের বিপরীত ছিল. একেবারে বাতীল ধারণা ও মিথ্যা অপবাদ। (এমাম) আছেমের কেরাত নিশ্চয় উক্ত হজরতের

সঙ্কলিত কোর আন ছিল, আর ইহা পূর্ব্ব ও পশ্চিম দেশের সমস্ত মুছলমানের নিকট প্রসিদ্ধ হইয়াছে, আমরাই উহা পাঠ করিয়া থাকি।”

আল্লামা-বাহরুল-উলুম ‘মোছাল্লামোছ-ছবুতের’ টীকায় লিখিয়াছেন ;—(হজরত) এবনো-মছউদের উক্ত তিনটী ছুরার কোর-আন শরিফের অংশ বলিয়া স্বীকার না করার রেওয়াএতটী জাল ও বাতীল।

قال القاضي ابو بكر لم يصح عنه انها ليست من القرآن و لا حفظ عنه انما حكها و اسقطها من مصحفه انكارا لكتابتها لا جحدا لكونها قرآنا لانه كانت السنة عنده ان لا يكتب في المصحف الا ما امر النبي صلى الله عليه وسلم باثباته فيه ولم يجده كتب ذلك و لا سمعه امر به *

“কাজি আবুবকর বলিয়াছেন, উক্ত ছুরাগুলির কোর আনের অংশ না হওয়ার রেওয়াএত উক্ত এবনো-মছউদ হইতে ছহিহ ও গ্রহণযোগ্য ছনদে সপ্রমাণ হয় নাই। তিনি উক্ত ছুরাগুলি নিজের সঙ্কলিত কোর-আন হইতে বিলোপ করিয়াছিলেন, ইহার কারণ ইহা ব্যতীত আর কিছুই নহে যে, তিনি উক্ত ছুরাগুলি কোর-আনে লিখিতে অস্বীকার করিতেন, ইহার কারণ ইহা নহে যে, তিনি তৎসমস্তের কোর-আন হওয়া অস্বীকার করিতেন। তাঁহার মতে (হজরত) নবী (ছাঃ) যাহা কোর-আনে লিপিবদ্ধ করিতে আদেশ করিয়াছিলেন, তাহা ব্যতীত উহাতে কিছু লিপিবদ্ধ না করা ছুন্নত। আর তিনি হজরত (ছাঃ) কে উক্ত ছুরাগুলি লিপিবদ্ধ করিতে দেখেন নাই এবং তৎসমস্ত লিপিবদ্ধ করার আদেশ প্রদান করিতে শ্রবণ করেন নাই।”

قال ابن قتيبة في مشكل القرآن و اما اسقاطه الفاتحة من مصحفه فليس لظنه انها ليست من القرآن معاذ الله ولكنه ذهب الى ان القرآن انما كتب وجمع بين اللوحين مخافة الشك و النسيان و الزيادة و النقصان و رأى ان ذالك ما مون في سورة الحمد لقصرها و وجوب تعلمها على كل احد ❋

এবনো-কোতায়বা-'মোসকেলোল কোর-আনে বলিয়াছেন, এবনো-মছউদের ছুরা ফাতেহাকে নিজের সঙ্কলিত কোর-আন হইতে বিলোপ করা উহার কোর-আনের অংশ না হওয়ার ধারণায় নহে, 'মায়াজাল্লাহ' কিন্তু তাঁহার মত এই ছিল যে, সন্দেহ, বিস্মৃতি, কম ও বেশী হওয়ার আশঙ্কায় কোর-আন দুই ফলকের মধ্যে লিখিত ও সঙ্কলিত হইয়াছে। আর তিনি ধারণা করিয়াছিলেন যে, ছুরা ফাতেহা ক্ষুদ্র হওয়ার জন্য এবং প্রত্যেক ব্যক্তির উপর শিক্ষা করা ওয়াজেব হওয়ার জন্য উক্ত আশঙ্কা হইতে মুক্ত।"

ইহাতে প্রমাণিত হইল যে, খাঁ ছাহেব হজরত এবনো-মছউদ ছাহাবার উপর যে দোষারূপ করিয়াছেন, তাহা বাতীল দোষারূপ ভিন্ন আর কিছুই নহে, কাজেই তাঁহার কথা মান্য করিতে গেলে, কয়েকটী ছুরাকে কোর-আনের অঙ্গ হইতে বাদ দিতে হইবে না।

পঞ্চম, খাঁ ছাহেব ছাহাবাগণের উক্তিগুলির বিচার করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন, বলি, প্রাচীন তাবেয়ি ও তাবা-তাবেয়িগণ বিচার করিয়া গিয়াছেন, অদ্য প্রায় ১৪ শতাব্দী হইল, তাঁহাদের উক্তিগুলি বিচার সাপেক্ষ থাকিয়া গেল, কলিযুগের স্বরাজী ছাহেবগণ ব্যতীত তৎসমুদয়ের বিচার মীমাংসা হইবে না, এরূপ কোন পুরাতন বা নূতন অহি অবতীর্ণ হইয়াছে কি ?

ছহিহ বোখারি ও মোছলেম :—

خير امتى قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم ان بعدهم قوما يشهدون ولا يستشهدون و يخونون ولا يؤتمنون و ينذرون ولا يفون و في رواية يحلفون ولا يستحلفون ✱

হজরত বলিয়াছেন, আমার উম্মতের মধ্যে আমার সমসাময়িক-গণ শ্রেষ্ঠতম, তৎপরে তাঁহাদের নিকটবর্ত্তিগণ (তাবেয়িগণ), তৎপরে তাঁহাদের নিকটবর্ত্তিগণ ( তাবা-তাবেয়িগণ ), অবশেষে তাঁহাদের পরে এরূপ একদল লোক আসিবে—যাহারা সাক্ষ্য প্রদান করিবে, অথচ তাহাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইবে না, বিশ্বাসঘাতকতা করিবে, তাহাদের নিকট গচ্ছিত রাখা হইবে না, মানশা করিবে, অথচ তাহারা (উহা) পূর্ণ করিবেনা, হলফ করিবে, অথচ তাহাদের হলফ গৃহিত হইবে না।”

আমরা জিজ্ঞাসা করি, জনাব নবি (ছাঃ) যে ছাহাবা, তাবেয়ি ও তাবা-তাবেয়িদিগকে মহা সত্যবাদী বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, তাঁহাদের উল্লিখিত তফছির ত্যাগ করতঃ হজরত যে যুগের লোক-দিগকে মিথ্যাবাদী ও বিশ্বাসঘাতক বলিয়া প্রচার করিয়াছেন, সেই যুগের স্বরাজী ছাহেবদিগের বিচার ব্যবস্থা মান্য করিতে হইবে কি ? ইহা বাতুলতা নহে কি ? খাঁ ছাহেব উপরোক্ত দাবিতে অতি প্রচ্ছন্ন ভাবে মোজতাহেদ হওয়ার দাবি করিয়াছেন, যখন তাঁহাদের দলেব চুনোপুটি পর্য্যন্ত এজতেহাদের দাবি করিয়াছেন, তখন তাঁহার পক্ষে এইরূপ দাবী করা অসম্ভব হইবে কেন ? বলি, এজতেহাদের পদ লাভ করাত দূরের কথা, উহার শর্ত্তগুলি স্মরণ করিয়া লইয়াছেন কি ? যদি জগতের বিদ্বানমণ্ডলীর সমক্ষে উপস্থিত হইয়া এজতেহাদ লাভের প্রমাণ দর্শাইতে পারেন, তবে ছাহাবা-

গণের উক্তি সমূহের বিচার করার দাবি করিবেন, যদি তাঁহার বুকের বল থাকে, তবে ছুন্‌ইয়ার আলেমগণের নিকট এই পরীক্ষা দেওয়ার জন্য ঘোষণাপত্র প্রচার করুন।

ছেহাহ লেখক মোহাদ্দেছগণ বা অন্যান্য মোহাদ্দেছগণ ছহিহ ও জইফ হাদিছ নির্ব্বাচন করিতে যেরূপ বিচার মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন, খাঁ ছাহেব তৎসমুদয় উক্তিকে বিনা বিচারে মান্য করা অসঙ্গত মনে করেন কিনা ?

বলি, মোহাদ্দেছগণ বোজর্গ বলিয়া মানিত হইলেও তাঁহারা নবী কিম্বা মা'ছুম ছিলেন কি ? তাঁহাদের শত শত কথা অন্যান্য বিদ্বান্‌গণ কর্ত্তৃক পরিত্যাক্ত হয় নাই কি ?

মোকাদ্দামায়-ছহিহ-মোছলেম, ১১ পৃষ্ঠা :—

قال الحاكم عدد من اخرج لهم البخاري فى الجامع الصحيح ولم يخرج لهم مسلم اربعمائة واربعة وثلثون شيخا وعدد من احتج بهم مسلم فى المسند الصحيح ولم يحتج بهم البخاري فى الجامع الصحيح ستمائة وخمسة وعشرون شيخا *

হাকেম বলিয়াছেন, (এমাম) বোখারি ছহিহ গ্রন্থে ৪৩৪ জন শিক্ষকের হাদিছ রেওয়াএত করিয়াছেন, কিন্তু (এমাম) মোছলেম তাঁহাদের রেওয়াএত গ্রহণ করেন নাই।

(এমাম) মোছলেম ছহিহ গ্রন্থে ৬২৫ জন শিক্ষকের হাদিছ দলীলরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু (এমাম) বোখারি তাহাদের হাদিছগুলি অগ্রাহ্য করিয়াছেন। উক্ত এমামদ্বয়ের প্রত্যেকের বহু শত মত অন্য কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছে, খাঁ ছহেব তাঁহাদের হাদিছগুলি বিনা বিচারে মান্য করেন কেন

খাঁ ছাহেব নামাজ, রোজা, হজ্জ, জাকাত ইত্যাদি শরিয়তের ব্যবস্থাগুলি পালন করিয়া থাকেন, যে সমস্ত হাদিছ হইতে উক্ত ব্যবস্থাগুলি গৃহিত হইয়াছে, তিনি তৎসমস্তের রাবিগণেরও মর্ম্মগুলির পুনর্ব্বিচার করিয়াছেন কি? যদি করিয়া থাকেন, তবে কোন্ কোন্ স্থলে রদ বদল করিয়াছেন? আর যদি পুনর্ব্বিচার করিয়া না থাকেন, তবে অসঙ্গত ও নাজায়েজ কার্য্য করিতেছেন কেন?

খাঁ ছাহেব ছাহাবাগণকে বোজর্গ বলিয়া মানেন, কিন্তু তাঁহারা নবী ও মা'ছুম ছিলেন না, এই হেতু তাঁহাদের প্রকাশিত তফছির মান্য করেন না।

এক্ষণে আমাদের বক্তব্য এই যে, স্বদেশী ছাহেবগণ কি বোজর্গ কিম্বা নবী ও মা'ছুম বলিয়া গৃহিত হইয়াছেন যে, তাহাদের তফছির জগতের লোকদিগকে মান্য করিতে হইবে।

আল্লাহতায়ালা কোর-আনের ছুরা তওবাতে বলিয়াছেন;—

و السابقون الاولون من المهاجرين و الانصار و الذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم و رضوا عنه واعد لهم جنت تجري من تحتها الانهر *

"হেজরত কারী ও আনছার অগ্রগামি প্রথম দল এবং যাহারা সত্যতার সহিত তাঁহাদের অনুসরণ করিয়াছেন, আল্লাহ তাঁহাদের উপর প্রসন্ন হইয়াছেন এবং তাঁহারা উক্ত আল্লাহর উপর প্রসন্ন রাজি হইয়াছেন, আল্লাহ তাহাদের জন্য বেহেশতের উদ্যান প্রস্তুত করিয়াছেন—যাহার নিম্নদেশে নদী সকল প্রবাহিত হইতেছে।"

এই আয়তে প্রমাণিত হয় যে, যাহারা ছাহাবাগণের অনুসরণ করিবে, তাহারা বেহেস্তী হইবেন।

এক্ষণে খাঁ ছাহেবকে জিজ্ঞাসা করি, স্বদেশী ছাহেবদিগের মত গ্রহণ করিলে, বেহেশতী হওয়ার প্রমাণ আছে কি?

মেশকাত, ৪৬১ পৃষ্ঠা ;—

و هل بعد ذلك الخير من شر قال نعم دعاة على ابواب جهنم من اجابهم اليها قذفوه فيها قلت يا رسول الله صفهم لنا قال هم من جلدتنا و يتكلمون بالسنتنا قلت فما تامرني ان ادركني ذلك قال تلزم جماعة المسلمين و امامهم *

"হোজায়ফা বলিলেন, এই শুভের পরে কোন অশুভ হইবে কি? হজরত বলিলেন, হাঁ, একদল লোক দোজখের দ্বারগুলির উপর আহ্বানকারী হইবে—যে ব্যক্তি উক্ত দ্বারগুলির দিকে (যাইতে) তাহাদের আহ্বানের উত্তর দিবে, তাহারা তাহাকে উক্ত দোজখে নিক্ষেপ করিবে। আমি বলিলাম, ইয়া রাছুলাল্লাহ, আপনি আমাদের জন্য তাহাদের লক্ষণ বর্ণনা করুন। হজরত বলিলেন, তাহারা আমার উম্মতভুক্ত হইবে এবং আমার রসনায় কথা বলিবে। আমি বলিলাম, যদি আমি উক্ত সময়ে উপস্থিত হই, তবে আপনি আমার উপর কি আদেশ করেন? হজরত বলিলেন, মুসলমানদিগের বৃহদ্দলের এবং তাহাদের এমামের অনুসরণ করা লাজেম জানিবে।"

এক্ষণে আমরা জিজ্ঞাসা করি, জনাব হজরত নবি (ছাঃ) যে ভ্রান্ত ও ভ্রান্তকারী আলেমগণের আবির্ভাবের ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, তাহারা এই কলিযুগের সঙ্গীত হালালকারী দল নহে কি?

মেশকাত, ৩২ পৃষ্ঠা ;—

عن ابن مسعود قال من كان مستنا فليستن بمن قد مات فان الحي لا تؤمن عليه الفتنة اولئك اصحاب

محمد صلى الله عليه وسلم كانوا افضل هذه الامة ابرها
قلوبا و اعمقها علما و اقلها تكلفا اختارهم الله لصحبة
نبيه و لا قامة دينه فاعرفوا لهم فضلهم و اتبعوهم على
اثرهم و تمسكوا بما استطعتم من اخلاقهم و سيرهم فانهم
كانوا على الهدى المستقيم رواه زرين *

"( হজরত ) এবনো-মছউদ বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি অনুসরণ করিতে চাহে, সে যেন যে ব্যক্তি মরিয়া গিয়াছেন, তাঁহার অনুসরণ করে, কেননা জীবিত ব্যক্তির উপর ফাছাদের আশঙ্কা আছে। তাঁহারা—মোহাম্মদ ( ছাঃ )এর ছাহাবাগণ এই উম্মতের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ছিলেন, সৎ অন্তঃকরণ, গভীর বিদ্যাধারী ও বাহ্য আড়ম্বর হীন ছিলেন, আল্লাহ তাঁহাদিগকে নিজের নবীর সহচার্য্যে এবং তাঁহার দীন প্রতিষ্ঠা কল্পে মনোনীত করিয়াছেন, কাজেই তোমরা তাঁহাদের শ্রেষ্ঠত্ব জানিয়া রাখ, তাঁহাদের পদাঙ্কানুসরণ কর এবং তোমাদের সাধ্যানুসারে তাঁহাদের চরিত্র ও রীতি নীতি দৃঢ়রূপে ধারণ কর, কেননা নিশ্চয় তাঁহারা সত্য পথের উপর ছিলেন, রজিন ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন।"

পাঠক, উপরোক্ত ছাহাবাগণের মত ত্যাগ করতঃ বর্ত্তমান কালের ভ্রান্তদলের মত গ্রহণ করা জায়েজ হইবে কি, সকলে একবার তাহা বিবেচনা করিয়া দেখুন।

পাঠক, মনে রাখিবেন, খাঁ ছাহেব আমাদের দেশের মজহাব অমান্যকারি দলের সুচতুর প্রধান সেনাপতি। এই দলের লোকেরা ছাহাবাগণের কথা দলীল বলিয়া গ্রহণ করেন না, তিনি এস্থলে অতি সতর্কতার সহিত বঙ্গের অজ্ঞ ছুন্নি মুসলমানদিগকে সেই মত শিক্ষা দিয়াছেন, কিন্তু আমরা বলি, দুন্‌ইয়ায় এখনও সহস্র সহস্র বিচক্ষণ আলেম বর্ত্তমান আছেন যাহারা তাঁহার এই চতুরতা ধরিতে পারেন।

মেশকাত, ৩১ পৃষ্ঠা :—

تفترق امتي على ثلث و سبعين فرقة كلهم فى النار الا ملة واحدة قالوا من هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما انا عليه واصحابي *

"হজরত বলিয়াছেন, আমার উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হইবে, এক ফেরকা ব্যতীত তাহাদের সমস্তই দোজখে যাইবে। তাঁহারা (ছাহাবাগণ) বলিলেন, ইয়া রাছুলাল্লাহ, উক্ত এক ফেরকা কাহারা হইবে? হজরত বলিলেন, আমি ও আমার ছাহাবাগণ যে পথে আছি, (সেই পথের অনুসরণকারিগণ উক্ত বেহেশতী ফেরকা)।"

ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, যাহারা কেবল হজরত নবি (ছাঃ)এর তরিকা মান্য করার দাবী করে, তাহারা বেহেশতী ফেরকা নহে, বরং যাহারা হজরতের তরিকা ও তাঁহার ছাহাবাগণের তরিকা মান্য করিয়া থাকে, তাহারাই বেহেশতী ফেরকা।

মূল কথা, ছাহাবাগণ যে পথে চলিয়াছেন, তাহাই প্রকৃত খোদা ও রাছুলের নির্দ্দেশিত শরিয়ত, কাজেই ছুন্নি বেহেশতী সম্প্রদায় কখনও বলিতে পারেন না যে, ছাহাবাগণের মত মান্য করিতে হইবে না।

কোর-আন শরিফে বহু অর্থবাচক অনেক শব্দ আছে, তৎসমুদয় স্থলে কোন্‌টী প্রকৃত অর্থ, ইহা নির্ণয় করিতে গেলে, ছাহাবাগণের মত গ্রহণ ব্যতীত উপায়ান্তর নাই, যদি এইরূপ স্থল সমূহে স্বরাজি-দলকে অর্থ প্রকাশ করিতে অনুমতি দেওয়া হয়, তবে শরিয়ত দুন্‌ইয়া হইতে অস্তিত্বশূন্য হইয়া যাইবে।

ইতিপূর্ব্বে ছেহাহ গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়াছি যে, হজরত নবি (ছাঃ) হজরত এবনো-মাছউদের হাদিছ, এলম ও মত গ্রহণ

করিতে এবং তাঁহার নিকট কোর-আন তত্ত্ব শিক্ষা করিতে আদেশ করিয়াছিলেন।

আরও তিনি হজরত এবনো-আব্বাছের কোর-আন তত্ত্ববিদ্ হওয়ার দোয়া করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে কোর-আনের উৎকৃষ্ট তফছিরকারক বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

খাঁ ছাহেবের কথায় উক্ত ছাহাবাদ্বয়ের কোর-আন তত্ত্ব অমান্য করিলে, হজরতের আদেশ লঙ্ঘন করা হইবে।

পাঠক, আপনি খাঁ ছাহেবকে জিজ্ঞাসা করুন, হজরত কোন হাদিছে স্বদেশী হুজুগপ্রিয় দলের তফছির মান্য করিতে বলিয়াছেন কি

খাঁ ছাহেব উহার ৫১৭ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় কলমে লিখিয়াছেন, "তফছিরের কেতাবগুলিতে স্বয়ং হজরতের নাম করণে এরূপ শত শত রেওয়াএত সন্নিবেশিত হইয়া আছে, বস্তুতঃ যাহা হজরতের হাদিছ কখনই নহে। এ অবস্থায় ছাহাবাগণের নাম করিয়া যে সকল রেওয়াএত তফছির গ্রন্থসমূহে স্থান লাভ করিয়া আছে, তাহার সঙ্কলনে গ্রন্থকারগণ যে কতটুকু সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।"

## ধোকা ভঞ্জন ;—

খাঁ ছাহেব এস্থলে দুন্‌ইয়ার তফছিরগুলি উড়াইবার সাধ্য-সাধনা করিয়াছেন, এই হেতু তিনি অতিরঞ্জিত কথা বলিয়া ফেলিয়াছেন।

আমি ইতিপূর্ব্বে তফছির এৎকান হইতে উদ্ধৃত করিয়াছি যে, ছাহাবাগণ, বিশেষতঃ হজরত আবদুল্লাহ বেনে মছউদ, আলি, ওসমান, এবনো-আব্বাছ, ওবাই বেনে কা'ব হজরতের নিকট হইতে কোর-আন শরিফের তফছির শিক্ষা করিয়াছিলেন। হজরত

আলি ও হজরত এবনো-মছউদ এত বড় তফছির তত্ববিদ্ ছিলেন যে, প্রত্যেক আয়ত কোথায় নাজেল হইয়াছে, কাহার সম্বন্ধে নাজেল হইয়াছে এবং কি সম্বন্ধে নাজেল হইয়াছে, তৎসমস্তই অবগত ছিলেন। হজরত এবনো-আব্বাছ এতবড় তফছির তত্ববিদ্ ছিলেন যে, স্বয়ং হজরত তাঁহাকে তফছির তত্ববিদ্ ও হজরত জিবরাইল তাঁহাকে এই উম্মতের বিদ্যার সাগর বলিয়াছিলেন।

তৎপরে তাবেয়িগণ কোর-আনের প্রত্যেক শব্দের তফছির ছাহাবাগণের নিকট হইতে শিক্ষা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে মোজাহেদ, আতা বেনে আবি-বোরাহ, একরামা, ছইদ বেনে-জোবাএর, তাউছ, জয়েদ বেনে-আছলাম, হাছান বাছারি, আতা বেনে-আবিছালমা, মোহম্মদ বেনে-কা'ব, আবুল আলিয়া কাতাদা, আতিয়া, জোহাক, মোব্বা, আবু মালেক, রবি বেনে আনাছ, আবদুর রহমান বেনে জায়েদ অগ্রগণ্য ছিলেন।

ইহাতে প্রমাণিত হইল যে, ছাহাবা ও তাবেয়িগণ যে তফছির-গুলি প্রকাশ করিয়াছেন, তৎসমুদয় তাঁহাদের সকপোল-কল্পিত মত নহে, বরং প্রকৃত পক্ষে হজরত নবি (ছাঃ)এর প্রকাশিত মত।

তৎপরে একদল বিদ্বান্ তফছিরের কেতাবগুলি সঙ্কলন করিয়াছিলেন, তাঁহারা তৎসমুদয়ে ছাহাবা ও তাবেয়িগণের মতগুলি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, ইহাদের মধ্যে এমাম ছুফইয়ান বেনে ওয়ায়না অকি বেনোল জার্'াহ, শো'বা, এজিদ বেনে হারুন, আবদুর রাজ্জাক আদম বেনে আবি এয়াছ, এছহাক বেনে-রাহওয়ায়হে, রুহ বেনে ওব্বাদা, আব্দ বেনে হোমাএদ, ছইদ ও আবুবকর বেনে আবিশায়বা এই দলের অগ্রগণ্য ছিলেন।

তৎপরে এবনো-জরির, এবনো-আবি-হাতেম, এবনো-মাজা, হাকেম, এবনো-মারদাওয়ায়হে, এবনো-হাব্বান ও এবনোল-মোঞ্জের প্রভৃতি তফছিরের কেতাবগুলি সঙ্কলন করিয়াছিলেন, সমস্ত

তফছিরের কেতাবে ছাহাবা, তাবেয়ি ও তাবা-তাবেয়িগণের মত ছনদ সমেত লিখিত হইয়াছে।

সমস্ত বিদ্বান্ একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন, তফছিরে এবনো-জরিরের ন্যায় তফছির সংক্রান্ত কোন কেতাব দুন্‌ইয়াতে সঙ্কলিত হয় নাই।

মোকাদ্দমায় এবনে-ছালহ, ২০ পৃষ্ঠা ;—

ما قيل ان تفسير الصحابي حديث مسند فانما ذلك في تفسير يتعلق بسبب نزول آية يخبر به الصحابي او نحو ذلك *

"ছাহাবার তফছির যে মোছনাদ-হাদিছ বলিয়া কথিত হইয়াছে, ইহা উক্ত তফছির সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে যাহাতে কোন ছাহাবা কোন আয়তের নাজেল হওয়ার কারণ কিম্বা তত্তুল্য কোন বিষয় সম্বন্ধে সংবাদ দিয়া থাকেন।"

তদরিবোর-রাবি, ৬৪ পৃষ্ঠা ;—

و اما قول من قال تفسير الصحابي مرفوع فذلك في تفسير يتعلق بسبب نزول آية او نحوه مما لا يمكن ان يؤخذ الا عن النبي صلى الله عليه وسلم و لا مدخل للرأى فيه و ان ما يتعلق بذكر الآخرة وما لا مدخل للرأى فيه من قبيل المرفوع *

"যে ব্যক্তি বলিয়াছেন যে, ছাহাবার তফছির হাদিছে-মরফু' বলিয়া গণ্য হইবে, ইহা উক্ত তফছির সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে যাহাতে কোন আয়তের নাজেল হওয়ার কারণ কিম্বা তত্তুল্য এরূপ কোন বিষয় বর্ণিত থাকে যাহা নবি (ছাঃ)এর নিকট হইতে শিক্ষা করা ব্যতীত বলা সম্ভব হয় না এবং যে বিষয়ে কল্পনার কোন অধিকার নাই।

আখেরাতের বিবরণ এবং যে বিষয় অনুমান করিয়া বলা যায় না এরূপ বিষয় (ছাহাবা কর্তৃক বর্ণিত হইলে) হাদিছ-মরফু' বলিয়া গণ্য হইবে।"

ফৎহোল-মোগিছ ;—

"যদি কোন ছাহাবা এরূপ মত প্রকাশ করেন, যাহা অনুমান করিয়া বলা যায় না, তবে এমাম রাজি, এবনো-আবদুল বার্র, এমাম মালেক, এমাম আবু হানিফা ও এবনোল-আরাবির মতে উহা মরফু' হাদিছের তুল্য গ্রহণীয় হইবে।

জফরোল-আমানি ;—

আল্লামা এবনো হাজার নোখবার টীকায়, আল্লামা জিকরিয়া 'ফৎহোল বাকী' কেতাবে, জরকশি 'মোখতাছার কেতাবে, আল্লামা এবনোল হোমাম 'তহরিরি' ও 'ফৎহোল কদীর কেতাবে, আল্লামা বাহরুল উলুম মোছাল্লামুছ ছুবতের টীকায় লিখিয়াছেন যে, যে মত অনুমাণ করিয়া বলা যায় না, কোন ছাহাবা এইরূপ মত প্রকাশ করিলে, উহা মরফু হাদিছ বলিয়া গণ্য হইবে এইরূপ মেরয়াতোল অছুল, শারহোল মেনার, কাশফ, তবইন ও ফৎহোল মান্নান ইত্যাদি কেতাবে আছে।

ছাহাবারা শানে নজুল, মনছুখ হওয়ার কথা ও অনুমান করিয়া বলা যায় না এইরূপ কোন তকছির বর্ণনা করিলে, মরফু হাদিছ বলিয়া গণ্য হইবে। ফৎহোল-মগিছ, ৪৮ পৃষ্ঠা,—

واما عما فسره الصحابي رفعا فمحمول على الاسباب للنزول ونحوها مما لا مجال للرأى فيه ❋

"কোন ছাহাবা শানে-নজুল কিম্বা যে বিষয় অনুমান করিয়া বলা যায় না এইরূপ বিষয় বর্ণনা করিলে, উহা মরফু' হাদিছ বলিয়া পরিগণিত হইবে।"

উপরোক্ত বিবরণে বুঝা গেল যে, প্রাচীন বিদ্বান্‌গণ ছাহাবাগণের নাম করিয়া যে সকল রেওয়াএত তফছির গ্রন্থ সমূহে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, যৎপরনাস্তি সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছেন, যদি খাঁ ছাহেব তফছিরে এবনো জরির ও ছেহাহ-ছেত্তার কেতাবে ও তফছির না দেখিতেন, তবে বলিতাম যে, তিনি অজ্ঞাতসারে এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু যখন তিনি তৎসমস্ত দর্শন করার দাবি করিয়াছেন, তখন বলিব যে, নিজের স্বার্থের খাতিরে অজ্ঞ লোকদিগকে গোমরাহ করা উদ্দেশ্যে এইরূপ জ্বলন্ত মিথ্যা কথা লিখিয়াছেন। অবশ্য এমাম আহমদ বলিয়াছেন;—

ثلاثة ليس لها اصل التفسير و الملاحم و المغازي

"তফছির, শেষ জামানার ভয়ঙ্কর যুদ্ধ ও জেহাদ এই তিন বিষয়ের মূল নাই।"

তফছির এৎকানের ১৭৮ পৃষ্ঠা;—

اما القسم الذي يمكن معرفة الصحيح منه فهذا موجود كثير و ان قال الامام احمد ثلاثة ليس لها اصل التفسير و الملاحم و المغازي و ذلك لان الغالب عليها المراسيل ٭

"তফছির, শেষ জামানার যুদ্ধ ও জেহাদ এই তিন সম্বন্ধের অধিকাংশ মোরছল হাদিছ, এই হেতু এমাম আহমদ উক্ত তিন বিষয়ের মূল না থাকার দাবি করিলেও বহু পরিমাণে ছহিহ হাদিছের সন্ধান পাওয়া যায়।"

আরও ১৭৯ পৃষ্ঠা ;—

قال المحققون من اصحابه مراده ان الغالب انه ليس لها اسانيد صحاح متصلة و الا فقد صح من ذلك كثير كتفسير الظلم بالشرك في آية الانعام و الحساب

البيسير بالعرض و القوة بالرمى، فى قوله واعدوا لهم ما استطعتم من قوة قلت الذي صح من ذلك قليل جداً بل اصل المرفوع منه فى غاية القلة ※

উক্ত এমাম আহমদের সুক্ষ্মতত্ত্ববিদ শিষ্যগণ বলিয়াছেন, তাঁহার উদ্দেশ্য এই যে, অনেক স্থলে মরফু হাদিছগুলির :ধারাবাহিক ছহিহ ছনদ নাই, নচেৎ বহু মরফু' হাদিছ ছহিহ সাব্যস্ত হইয়াছে, যেরূপ ছুরা আনয়ামের আয়েতের الظلم শব্দের তফছির, শেরক, সহজ হিসাবের তফছির পেশ করা এবং واعدوا لهم ما استطعتم من قوة আয়েতের القوة শব্দের অর্থ শর নিক্ষেপ। আমি বলি, নিশ্চয় অতি অল্প মরফু হাদিছ সাব্যস্ত হইয়াছে, বরং আসল মরফু নিতান্ত কম!"

উপরোক্ত বিবরণে বুঝা গেল যে, হজরত নবি (ছাঃ) নিজে বলিয়াছেন, এইরূপ হাদিছকে আছলি মরফু হাদিছ বলা হয়, তফছির সম্বন্ধে এইরূপ ছহিহ হাদিছ এমাম জালালুদ্দিন ছিউজির মতে অতি কম, কিন্তু এবনো তায়মিয়া ও জরকশির মতে উপরোক্ত মরফু ছহিহ হাদিছের পরিমাণ অনেক বেশী। ইহাতে আরও বুঝা গেল যে, এমাম আহমদ হুকমি মরফু হাদিছের সম্বন্ধে একথা বলেন নাই, ছাহাবাগণ শানে-নজুল আখেরাতের বিবরণ, নাছেখ, মনছুখ, অতীত যুগের ঘটনাবলী, শেষ যুগের ঘটনাবলী, অস্পষ্ট মর্ম্মবাচক ও অব্যক্ত মর্ম্মবাচক শব্দগুলির অর্থ যাহা প্রকাশ করিয়াছেন, এই সমস্ত বিষয় অনুমান করিয়া বলা যায় না, আর ছাহাবাগণ সত্যবাদিতায় ও বিশ্বাস পরায়ণতায় শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন, কাজেই তাঁহারা উক্ত বিষয়গুলি নিশ্চয় হজরত নবি (ছাঃ) এর নিকট শিক্ষা করিয়া বলিয়াছেন, এই হেতু মোহাদ্দেছগণ বলিয়াছেন, উপরোক্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধীয়

তফছির হজরতের হাদিছ বলিয়া গণ্য হইবে, ইহাকে হুক্‌মি মরফু হাদিছ বলা হয়। ইতিপূর্ব্বে তফছির এৎকান, তদরিবোর্‌রাবি, ফৎহোল-মোগিছ ও মোকাদ্দমায় এবনে ছালাহ প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে উপরোক্ত কথা সপ্রমাণ করা হইয়াছে। পাঠক, উপরোক্ত বিবরণে প্রমাণিত হইল যে, তফছির সম্বন্ধে আছলি মরফু ছহিহ হাদিছ অল্প বিস্তর তফছিরের কেতাবগুলিতে বর্ত্তমান আছে, আর হুক্‌মি মরফু ছহিহ হাদিছ বহু বেশী পরিমাণে উক্ত কেতাবগুলিতে বর্ত্তমান রহিয়াছে।

আরও তফছির সম্বন্ধে বহু মোরছাল হাদিছ আছে, মোখতাছারোল জোরজানিতে আছে, যিনি হজরত নবি ( ছাঃ )এর সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারেন নাই, কিন্তু ছাহাবাগণের সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাকে তাবেয়ী বলা হয়। যদি তিনি হাদিছ বর্ণনা কালে মধ্যবর্ত্তী রাবি কোন ছাহাবার নাম বর্ণনা না করিয়া বলেন যে, নবি ( ছাঃ ) ইহা বলিয়াছেন, কিম্বা করিয়াছেন, তবে ইহাকে মোরছাল হাদিছ বলা হয়।

জফরোল-আমানিতে আছে ;—

এমাম আবুদাউদ বলিয়াছেন, এমাম ছুফইয়ান, মালেক ও আওজায়ীর ন্যায় প্রাচীন কালের অধিকাংশ বিদ্বান মোরছাল হাদিছকে দলীলরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। এমাম আবু হানিফা মালেক ও তাঁহাদের অনুসরণকারিগণ ও একদল হাদিছজ্ঞ বিদ্বান্ মোরছাল হাদিছকে ছহিহ হাদিছ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। ইহা এমাম আহমদের এক রেওয়াএত।

এমাম নাবাবী 'মোহাজ্জাব'এর টীকায় লিখিয়াছেন, উহা অধিক ফকিহ আলেমের মতে ছহিহ হাদিছ।

এমাম গাজ্জালি বলিয়াছেন, প্রায় সমস্ত ফকিহ বিদ্বানের মতে উহা ছহিহ হাদিছ।

এমাম এবনো-জরির ও এবনে-হাজেব দাবি করিয়াছেন যে, তাবেয়ি আলেমগণ এজমা করিয়াছেন যে, মোরছাল হাদিছ ছহিহ হাদিছ হইবে।

মূল মন্তব্য এই যে, তফছিরের কেতাবে অল্প বিস্তর ছহিহ আছলি মরফু হাদিছ আছে, তৎসমস্ত হজরতের কথা। আর বহু সহস্র হুকমি মরফু' হাদিছ আছে, তৎসমুদয় ছাহাবাগণের কথা হইলেও প্রকৃত পক্ষে হজরতের কথা। আর অনেক মোরছাল হাদিছ আছে, তৎসমস্ত তাবেয়ি বিদ্বানগণের এজমা মতে হজরতের কথা, কাজেই খাঁ ছাহেবের দাবী বাতীল হওয়া সাব্যস্ত হইল।

খাঁ ছাহেব উক্ত পৃষ্ঠায় উক্ত কলমে লিখিয়াছেন ;—

“ইহার একটা বড় প্রমাণ এই যে, এবনে-আব্বাছ এরূপ কথা বলেন নাই—স্বয়ং সঙ্গীত শ্রবণ করিতেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। দেখ আগানী, ১—৩১।

## ধোঁকা ভঞ্জন ;—



পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, মোহাদ্দেছ শ্রেষ্ঠ এমাম বোখারি ‘আদাবোল মোফরাদ’ কেতাবে রেওয়াএত করিয়াছেন যে, হজরত এবনো-আব্বাছ ( রাঃ ) ছুরা লোকমানের আয়তের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, ‘লাহয়োল-হাদিছ’ এর অর্থ সঙ্গীত।

হাকেম এই হাদিছটী ছহিহ বলিয়াছেন। এবনো-জরির ছহিহ ছনদে ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন। ইহাতে স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে যে, হজরত এবনো-আব্বাছের মতে উক্ত আয়ত অনুসারে সঙ্গীত হারাম। তিনি নিজে যখন উহা হারাম স্থির করিয়াছেন, তখন তিনি কি উহা শ্রবণ করিতে পারেন ?

ইহাতেই বুঝা যাইতেছে যে, কেতাবোল-আগানির রেওয়াএত বাতীল। কেতাবোল-আগানী কোন হাদিছের কেতাব নহে, বা

কোন প্রামাণ্য কেতাব নহে, উহা সঙ্গীতের কাহিনী পূর্ণ কেতাব, উক্ত অপ্রামাণ্য কেতাবের রেওয়াএত উল্লেখ করতঃ এমাম বোখারি প্রভৃতি মোহাদ্দেছগণের রেওয়াএতের প্রতিযোগিতা করা ন্যায়ের সীমা অতিক্রম করা নহে কি ?

বলি, খাঁ ছাহেব ত মোহাম্মদী (মজহাব অমান্যকারী) দলের নায়ক, তাঁহারা মেশকাত ও ছেহাহ-ছেত্তা ব্যতীত অন্য কেতাবের হাদিছ পর্য্যন্ত মানিতে চাহেন না, এক্ষণে ইনি যে কেতাবোল-আগানীকে প্রমাণ স্থলে ব্যবহার করিলেন, তিনি কি নূতন মোজতাহেদ হইয়া এই কেতাব খানিকে ছেহাহ-ছেত্তার অন্তর্ভূক্ত করিয়া লইলেন ?

যদি তিনি উক্ত কেতাবের রেওয়াএতটী ছহিহ বলিয়া দাবী করেন, তবে উহার ছনদ পেশ করুন এবং মোহাদ্দেছগণের সার্টিফিকেট উপস্থিত করুন।

দ্বিতীয় যদি কেতাবোল-আগানীর রেওয়াএতটী ছহিহ বলিয়া স্বীকার করিয়া লই, তবে বলি, غناء 'গেনা' শব্দের দুই প্রকার অর্থ আছে, প্রথম কবিতা পাঠ এবং দ্বিতীয় সঙ্গীত করা। কেতাবোল-আগানীতে যে হজরত এবনো-আব্বাছের 'গেনা' শ্রবণ করার কথা আছে, উহার অর্থ এই যে, তিনি কবিতা শ্রবণ করিতেন, উহার অর্থ সঙ্গীত শ্রবণ করা নহে।

তৃতীয় যখন নিজে হজরত এবনো-আব্বাছ কোর-আনের ছুরা লোকমানের আয়ত হইতে সঙ্গীত নিষিদ্ধ হওয়া সপ্রমাণ করিয়াছেন, তৎপরে যদি তিনি কোর-আনের বিপরীতে নিজে হারাম সঙ্গীত শ্রবণ করেন, তবে আমরা বলি, ছহিহ হাদিছে আছে, لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق "সৃষ্টিকর্ত্তার আদেশ লঙ্ঘন করতঃ সৃষ্ট জীবের আদেশ পালন করা জায়েজ নহে।"

আমাদের দেশে আহলে হাদিছ' নামধারিরা কথায় কথায় و اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله هو الغناء و اشباهه ওাআত্তাখাজু আহবারহোম……ছুরা তওবার এই আয়াত ও আদি-বেনে হাতেমের হাদিছটি উচ্চারণ করিয়া মজহাব মান্যকারিদিগের উপর অযথা দোষারোপ করিয়া থাকেন, এক্ষণে তাঁহারা তাঁহাদের নায়ককে খোদার হুকুমের বিপরীতে মনুষ্যের কার্য্যকে দলীল রূপে পেশ করায় কি বলিবেন, তাহাই জিজ্ঞাস্য।

খাঁ ছাহেব এস্থলে বলিতেছেন, "এবনে আব্বাছ এরূপ কথা বলেন নাই।"

আবার এই কলমের শেষ ছত্রে এবং ৭১৮ পৃষ্ঠার প্রথম কলমের প্রথম ছত্রে লিখিয়াছেন, এবনে আব্বাছ স্পষ্টতঃ বলিতেছেন, هو الغناء و اشباهه অর্থাৎ গান ও তাহার অনুরূপ বিষয় সমুহ হইতেছে "লাহও"।

এক্ষণে আমরা নিরপেক্ষ পাঠকগণকে জিজ্ঞাসা করি, খাঁ ছাহেবের এরূপ আবল-তাবল কথার মূল্য আছে কি? বাতীল মতাবলম্বী-দিগের কথাগুলির মধ্যে কিছুতেই সামঞ্জস্য রক্ষিত হইতে পারে না।

খাঁ ছাহেব উক্ত কলমে লিখিয়াছেন;—

"লাহওল হাদিছ পদের অর্থ اللهو من الحديث মোজমাউল বেহার) অতএব ঐ শ্রেণীর সমস্ত কথাই উহার অন্তর্ভুক্ত, তা সে সঙ্গীতই হউক বা না হউক। অর্থাৎ যে অবস্থায় যে শ্রেণীর কথা বলা বা শোনা নিষিদ্ধ, যে অবস্থায় যে শ্রেণীর গদ্য পড়া বা শোনা নিষিদ্ধ, যে শ্রেণীর পদ্য পড়া বা শোনা নিষিদ্ধ সে অবস্থায় সেই শ্রেণীর গান করা ও শোনা নিষিদ্ধ হইবে। আর যে অবস্থায় যে শ্রেণীর কথাবার্ত্তা সিদ্ধ, সে অবস্থায় সে শ্রেণীর সঙ্গীতও সিদ্ধ।

## ধোকা ভঞ্জন ;—

খাঁ ছাহেব মাজমাউল-বেহারের সমস্ত এবারত উদ্ধৃত করেন নাই, এক্ষণে আমি উক্ত কেতাবের সম্পূর্ণ এবারত উদ্ধৃত করিতেছি ;—



মাজমাউল-বেহার, ৩য় খণ্ড, ২৭১।২৭২ পৃষ্ঠা ;—

و لهو الحديث اضافة بمعنى من لان اللهو يكون من الحديث وغيره و المراد الحديث المنكر فيشمل الاساطير و احاديث لا اصل لها و الخرافات و المضاحك والغنا و تعلم الموسيقى و نحوها *

لهو الحديث 'লাহয়োল-হাদিছ' এর 'এজাফত' বায়ানিয়া, কেননা "ক্রীড়া কথা দ্বারা হয়, অন্য বিষয় (কার্য্য) দ্বারা হয়, অর্থ গর্হিত কথা, কাজেই আজগবি কাহিনী সকল, অমূলক হাদিছ সমূহ, প্রলাপোক্তি সকল, হাস্যজনক কথা সকল, সঙ্গীত, রাগ-রাগিণী শিক্ষা করা ইত্যাদি বিষয় উহার অন্তর্গত হইবে।"

পাঠক, ইতিপূর্ব্বে আপনি বুঝিতে পারিয়াছেন যে, ছুরা লোকমানের আয়ত সঙ্গীত নিষিদ্ধ হওয়া সম্বন্ধে নাজিল হইয়াছিল, এই হেতু অধিক সংখ্যক ছাহাবা ও তাবেয়ি 'লাহয়োল-হাদিছ' এর অর্থ সঙ্গীত গ্রহণ করিয়াছেন। হাছান বাছারি উহার ব্যাপকঅর্থ লইয়া সঙ্গীতের সহিত উপরোক্ত বিষয়গুলি হারাম বলিয়াছেন। হজরত এবনো-আব্বাছের এক রেওয়াএত অনুসারে এই ব্যাপক অর্থ সমর্থিত হয়।

মাজমায়োল-বেহার প্রণেতা উক্ত শব্দের অর্থ লইয়া যেরূপ সঙ্গীতকে লাহয়োল-হাদিছ বলিয়াছেন, সেইরূপ হাস্যজনক কথা, প্রলাপোক্তি, অমূলক হাদিছ ও আজগবি কাহিনীগুলি উহার

অন্তভূ ক্ত করিয়াছেন, ইহাতে সঙ্গীতের হারাম হওয়া ব্যতীত হালাল হওয়া প্রমাণিত হয় ন।

এক্ষণে আমি খাঁ ছাহেবকে জিজ্ঞাসা করি, অহিত কথা, প্রলাপোক্তি, অমূলক হাদিছ, আজগবি কাহিনী কোন্ সময় নিষিদ্ধ, আর কোন্ সময় সিদ্ধ হয় ?

যদি স্থল বিশেষে উহা সিদ্ধ ও অসিদ্ধ হয়, তবে ইহার প্রমাণ পেশ করুন, আর যদি সকল অবস্থায় উহা নিষিদ্ধ হয়, তবে সঙ্গীত সকল অবস্থায় নিষিদ্ধ হইবে না কেন ?

এক্ষণে বুঝা গেল যে, যে অবস্থায় যে শ্রেণীর কথা বলা বা শোনা নিষিদ্ধ, যে শ্রেণীর পদ্য বা গদ্য পড়া বা শোনা নিষিদ্ধ, সেই অবস্থায় সঙ্গীত করা ও শোনা নিষিদ্ধ, আর যে অবস্থায় উল্লিখিত বিষয়গুলি সিদ্ধ, সঙ্গীতও সিদ্ধ, ইহা মাজমায়োল-বেহারের কথা নহে, বা উহার মর্ম্ম নহে, ইহা খাঁ ছাহেবর সকোপল কল্পিত মত। খাঁ ছাহেব এইরূপ বাতীল কেয়াছ করিতে শিখিলেন কোন সময় হইতে ?

আহলে-হাদিছ নামধারিরা কথায় কথায় আওড়াইয়া থাকেন, اول من قاس ابليس 'প্রথমেই ইবলিছ কেয়াছ করিয়াছিল।' আপনি এই সম্প্রদায়ের নেতা নামে পরিচিত নহেন কি! ইনি বাঙ্গালার অজ্ঞ লোকদিগকে ভ্রান্ত করার জন্য এইরূপ রচনার জাল বিস্তার করিয়াছেন, যাহার হৃদয়ে তিলবিন্দু খোদার ভয় আছে, তিনি কি এইরূপ কল্পিত মত শরিয়তে ভাঁজ দিতে পারেন ?

খাঁ ছাহেব ৭১৭ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় কলমে ও ৭১৮ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে লিখিয়াছেন ;—

এবনে-আব্বাছ স্পষ্টতঃ বলিতেছেন— هو الغناء و اشباهه

অর্থাৎ গান ও তাহার অনুরূপ বিষয় সমুহ হইতেছে " লাহও"। সুতরাং একমাত্র সঙ্গীতকেই লাহও, বলা হইতেছে না তাহার

অনুরূপ সমস্ত বিষয়ই ইহার অন্তর্ভুক্ত। সঙ্গীতকে সঙ্গীত বলিয়া হারাম করিলে তাহার জন্য এমন একটা ব্যাপক শব্দ কখনই ব্যবহার করা হইত না।"

ধোকা ভঞ্জন;—

অধিকাংশ বিদ্বান্ শানে নজুলের হিসাবে লাহয়োল-হাদিছ' এর বিশিষ্ট অর্থ অর্থাৎ সঙ্গীত অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন।

কতক বিদ্বান্ উহার ব্যাপক অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। আর ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে, ব্যাপক অর্থবাচক শব্দ সমন্বিত কোন আয়ত নাজেল হইলে, যে বিষয়ের উপলক্ষে উহা নাজেল হয়, উক্ত বিষয়টী যে আয়েতের লক্ষ্যস্থল হইবে, ইহাতে কোন প্রকার সন্দেহ থাকিতে পারে না। অবশ্য তদ্ব্যতীত অন্য কোন্ কোন্ বিষয় উক্ত ব্যাপক অর্থের অন্তর্ভুক্ত হইবে, ইহা বিদ্বান্‌গণের বিচার ও চিন্তা সাপেক্ষ

কোর-আন শরিফে ইহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে,—

কোর-আন শরিফের ছুরা বাকারে আছে ;—

ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل و تدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم و انتم تعلمون ❋

এবং তোমরা পরস্পরে অন্যায় ভাবে একে অন্যের অর্থ ভক্ষণ করিও না এবং তোমরা অত্যাচার ভাবে লোকের কতক অর্থ ভক্ষণ করিবে, এই ধারনায় উহা বিচারকগণের নিকট উপস্থিত করিও না অথচ তোমরা (তোমাদের অসত্য পরায়ণ হওয়া সম্বন্ধে) অবগত আছ।"

তফছিরে খাজেনে আছে, এমরাউল কয়েছ, রাবিয়া বেনে আব-দানের জমি অন্যায় ভাবে অধিকার করিয়া রাখিয়াছিল এই হেতু এই আয়েত নাজেল হয়।

এই আয়েতে অন্যের অর্থ সম্পত্তি অন্যায় ভাবে আত্মসাৎ করা নিষিদ্ধ হইয়াছে, এই ব্যাপক অর্থের হিসাবে কাহারও অর্থ কাড়িয়া ও লুণ্ঠণ করা, দ্যুতক্রীড়া, সঙ্গীত বাদ্য বা কোন প্রকার ক্রীড়া কৌতুক করিয়া বা নেশাকর বস্তু বিক্রয় করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করা অন্যায় বিচার করিয়া বা মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া উৎকোচ গ্রহণ করা এবং গচ্ছিত বস্তু মালিককে ফেরত না দেওয়া নিষিদ্ধ হইবে, কিন্তু পরের জমি বেদখল করার জন্য উহা নাজেল হইয়াছে বলিয়া ইহা যে অকাট্য হারাম হইবে, ইহাতে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না।

এইরূপ কোর-আনের ছুরা তওবাতে আছে;—

و الذين يكنزون الذهب و الفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم ❋

এবং যাহারা স্বর্ণ রৌপ্য সংগ্রহ করে এবং উহা আল্লাহ তায়ালার পথে ব্যয় না করে, তাহাদিগকে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তির সু-সংবাদ প্রদান কর।”

এই আতটীতে স্বর্ণ ও রৌপ্য খোদার পথে দান না করা হারাম সাব্যস্ত হইয়াছে, এই ব্যাপক অর্থের হিসাবে কোর-বানি, ফেৎরা না করা ও জেহাদ এবং হজ্জে অর্থ ব্যয় না করা নিষিদ্ধ সাব্যস্ত হইলেও উহা জাকাত না দেওয়ার সম্বন্ধে নাজেল হইয়াছে, কাজেই উক্ত আয়েতে যে জাকাত না দেওয়া হারাম হইবে, ইহাতে আর সন্দেহ নাই।

এইরূপ ছুরা লোকমানের ‘লাহয়োল-হাদিছ’এর ব্যাপক অর্থের হিসাবে জাল হাদিছ আজগবি কাহিনী প্রচার করা প্রলাপোক্তি করা নিষিদ্ধ হইলেও যখন উহা সঙ্গীতের সম্বন্ধে নাজেল হইয়াছে, তখন উক্ত সঙ্গীত যে নিষিদ্ধ হইবে, ইহাতে ইমানদার ব্যক্তির তিলবিন্দু সন্দেহ থাকিতে পারে না।

এক্ষণে খাঁ ছাহেবকে জিজ্ঞাসা করি, জাকাতকে জাকাতের হিসাবে ফরজ হইয়াছে কি? বোধ হয় তাঁহার মতে জাকাতের হিসাবে ফরজ বলা হয় নাই, নচেৎ এমন একটা ব্যাপক শব্দ কখনই ব্যবহার করা হইত না।

পরের জমি জোর-দখল করার হিসাবে জোর-দখল করা হারাম হইয়াছে কি? খাঁ ছাহেবের মতে কখনই উহা হইতে পারে না, নচেৎ এমন একটা ব্যাপক শব্দ উপরোক্ত স্থলে ব্যবহার করা হইত না।

এক্ষণে পুনরায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি, জাকাত কোন হিসাবে ফরজ হইয়াছে, পরের জমি জোর পূর্ব্বক দখল করা কোন হিসাবে হারাম হইয়াছে? আমাদের বোধ হয়, খাঁ ছাহেব মাদ্রাছার জামায়াতে-উলা পাশ করার পর হইতে রাজনীতি ক্ষেত্রে অবতরণ করিয়াছিলেন, সেই হইতে তিনি রাজনীতির কুটীলতার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, কাজেই তিনি শরিয়তের অতি সরল ব্যবস্থাকে জটিলতম সমস্যায় পরিণত না করিয়াই থাকিতে পারেন না। জনাব, একজন উম্মিলোক যাহা বুঝিতে পারে, আপনি তাহা অব্যক্ত মর্ম্মবাচক আয়তে মোতাশাবাহ করিয়া ফেলেন, ইহাতে অজ্ঞলোকদিগকে জাহান্নামের পথ দেখান হয় না কি?

খাঁ ছাহেব উক্ত কলমে লিখিয়াছেন ;—

'ফলে লাহওল-হাদিসের অন্তর্ভূক্ত হইবে যে সকল সঙ্গীত এবং যুগপৎভাবে মুছলমানদিগকে ইছলাম হইতে বিচলিত করার উদ্দেশ্যে যে সঙ্গীতকে উপলক্ষরূপে গ্রহণ করা হইবে, এই আয়ত হইতে গৌণিভাবে কেবল সেই শ্রেণীর সঙ্গীতের নিষিদ্ধতা সপ্রমাণ হইতেছে।

## ধোকা ভঞ্জন ;—

খাঁ ছাহেব ৭১৭ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে যাহা লিখিয়াছিলেন, এস্থলে কেবল তাহার পুনরুক্তি করিতেছেন। আমি ইতিপূর্ব্বে মাওলানা শাহ আবদুল আজিজ ছাহেবের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া ইহার প্রতিবাদ করিয়াছি, পাঠক একটু মনোনিবেশ পূর্ব্বক উহা পাঠ করিলে, খাঁ ছাহেবের বাতীল দাবির অসারতা বুঝিতে পারিবেন।

খাঁ ছাহেব উক্ত কলমে লিখিয়াছেন ;—

"এমাম এবনে-যওজী এই আয়তকে প্রমাণ স্বরূপ উপস্থাপিত করিয়া নিজেদের মতের পোষকতার জন্য কয়েকটা হাদিছের উল্লেখ করিয়াছেন। এই হাদিছগুলির সার মর্ম্ম এই যে, হজরত রছুল-করিম বলিতেছেন—গায়ীকা দাসিকে ক্রয় বিক্রয় এবং তাহাদিগকে (সঙ্গীত) শিক্ষা দেওয়া হারাম। এই আদেশ প্রচার করার সঙ্গে সঙ্গে হজরত আলোচ্য আয়তের বরাত দিয়াছেন।

অতএব এই আয়ত যে গায়ীকা-দাসীদিগের ক্রয় বিক্রয় হারাম করিয়া দিতেছে, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকিতেছে না। তাহার পর ইহাও দেখা যাইতেছে যে, গায়ীকা দাসীর ক্রয় বিক্রয় বন্ধ করিয়া দেওয়ার হেতু হইতেছে তাহার সঙ্গীত, অন্যথায় সাধারণ দাসদাসীর ক্রয় বিক্রয় তখন অসিদ্ধ ছিল না।

ঐ রেওয়াএতগুলি এতদূর দুর্ব্বল ও অবিশ্বস্ত যে তাহাকে হজরতের হাদিছ বলিয়া বর্ণনা করা কখনই সঙ্গত হইবে না। এমাম তিরমিজী উহাকে "গরিব-হাদিছ" এবং উহার রাবী আলি এবনে-জএদকে দুর্ব্বল বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। এমাম হাফেজ এবনে কছির বলিয়াছেন, এই হাদিছের রাবী আলী, তাহার গুরু ও তাহার শিষ্য সকলেই দুর্ব্বল। তঃ এবনে-কছির, এ সম্বন্ধে একটী হাদিছও নির্দ্দোষ নহে (ফৎহোল-বায়ান)।

## ধোকা ভঞ্জন ;—

পাঠক ছুরা লোকমানের উক্ত আয়তের দুই প্রকার অর্থ বিদ্বান্‌গণ কর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছে ;—প্রথম এই লোকদিগের মধ্যে কতক এরূপ আছে যে, লাহয়োল-হাদিছ অবলম্বনকারী ব্যক্তিকে ক্রয় করিয়া থাকে। উদ্দেশ্য এই যে, সে (লোকদিগকে) বিনা জ্ঞানে খোদার পথ হইতে ভ্রষ্ট করে এবং উহা হাসি-ঠাট্টা রূপে ব্যবহার করে।”

দ্বিতীয় অর্থ এই—“লোকদিগের মধ্যে কতক এরূপ আছে যে, ‘লাহয়োল-হাদিছ অবলম্বন করে, উদ্দেশ্য এই যে, ( লোকদিগকে ) বিনা জ্ঞানে খোদার পথ হইতে ভ্রষ্ট করে এবং উহা হাসি ঠাট্টা রূপে ব্যবহার করে।”

যাহারা প্রথম অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা গায়িকা দাসীদিগের ক্রয় বিক্রয় নিষিদ্ধ হওয়া সংক্রান্ত হাদিছটী উক্ত আয়তের নাজেল হওয়ার কারণ স্বরূপ পেশ করিয়াছেন।

সত্য বটে এমাম তেরমেজি, এবনে-কছির এই হাদিছের কয়েকজন রাবিকে দুর্ব্বল বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন এবং নবাব সিদ্দিক হাছান এতৎসংক্রান্ত সমস্ত হাদিছকে দোষান্বিত বলিয়াছেন, কিন্তু ইহা জানিয়া রাখা উচিত যে, জইফ হাদিছের মর্ম্ম এই যে, উহার ছনদ জইফ, কিন্তু উহা যে প্রকৃত পক্ষে হজরতের হাদিছ নহে, এইরূপ দাবী করা যায় না।—তজনিব ৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ফৎহোল-কদির, ১৮৮ পৃষ্ঠা ;—

“ছনদের হিসাবে হাদিছকে ছহিহ, হাছান বা জইফ বলা হয়, ইহা কেয়াছি মত, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ছহিহ ছনদের হাদিছ ভ্রমাত্মক কথা হইতে পারে। পক্ষান্তরে জইফ ছনদের হাদিছ ছহিহ হইতে পারে।

যদি প্রধান প্রধান ছাহাবা বা অধিকাংশ প্রাচীন বিদ্বান্ হাছান বা জইফ ছনদের হাদিছ অনুযায়ী কার্য্য করেন, তবে উক্ত প্রকার হাদিছকে ছহিহ জানিতে হইবে। আর যদি বহু-সংখ্যক ছাহাবা বা প্রাচীন বিদ্বান ছহিহ ছনদের হাদিছকে ত্যাগ করিয়া থাকেন, তবে উহাকে জইফ বুঝিতে হইবে, এই হেতু হাছান হাদিছ বহু ছনদে বর্ণিত হইলে, ছহিহ হইয়া থাকে এবং জইফ হাদিছ বহু ছনদে বর্ণিত হইলে, শরিয়ত গ্রাহ্য দলীল হইয়া থাকে।

নোখবার টীকা, ৪০ পৃষ্ঠা;—

"স্মৃতিশক্তি হীন, অপরিচিত ও ইছনাদ গোপনকারী লোকের বর্ণিত হাদিছ, অন্য বিশ্বাসযোগ্য হাদিছের সাহায্যে 'হাছান' (দলীল) হইয়া থাকে।"

উক্ত হাদিছটী বহু ছনদে উল্লিখিত হওয়ায় 'হাছান' হইয়াছে, আর হাছান হাদিছ গ্রহণীয় দলীল হইবে।

দ্বিতীয় যাহারা আয়তের দ্বিতীয় প্রকার অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা হজরত এবনো-মছউদ, এবনে-আব্বাছ প্রভৃতি ছাহাবার মত প্রমাণ স্বরূপ পেশ করিয়াছেন, তাঁহারা বলিয়াছেন, উহা সঙ্গীত নিষিদ্ধ হওয়ার সম্বন্ধে নাজেল হইয়াছে। এই হেতু 'লাহয়োল-হাদিছ' এর অর্থ সঙ্গীত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। খাঁ ছাহেব যে তফছির-এবনো-কছির ও ফৎহোল-বায়ানের বরাত দিয়াছেন, তাহা উহা হইতে পূর্ব্বে প্রমাণ করিয়াছি। আর ছাহাবাগণ শানে-নজুল সম্বন্ধে যাহা বলেন, উহা মরফু (হজরতের) হাদিছ, ইহা ইতিপূর্ব্বে প্রমাণ করিয়াছি, আর এই রেওয়াএত ছহিহ ইহাও প্রমাণ করিয়াছি। কাজেই খাঁ ছাহেবের এত সাধের নির্ম্মিত স্তম্ভ একেবারে ধ্বংসমুখে পতিত হইয়া গেল।

খাঁ ছাহেব একটী বিষয় অন্যের সহিত যোগ করিলেন, অবিকল যেন মেষের মস্তককে গরুর দেহে লাগাইয়া দিলেন। জনাব, গায়িকা দাসী ক্রয় বিক্রয়ের রেওয়াএত জইফ হইলে, সঙ্গীত নিষিদ্ধ হওয়া সম্বন্ধে আয়েত নাজেল হওয়ার ছহিহ রেওয়াএত জইফ হইবে কেন?

বাল্যকালে এই প্রবাদ শুনিয়াছিলাম, শেখ ছাদি শিরাজি, জোলায়খা কেতাবে দিওয়ানে-হাফেজের একটী কবিতা লিখিয়াছেন;—

الا یا ایها الساقی ادر کاسا و ناولها - که عشق آسان

نمود اول ولی افتاد مشکلها ❋

আমাদের খাঁ ছাহেবের অবিকল সেই অবস্থা হইয়াছে।

খাঁ ছাহেব উক্ত পৃষ্ঠার ২য় কলমে লিখিয়াছেন;—কোর-আনের" এই আয়ত হইতে সঙ্গীত মাত্রের নিষিদ্ধ হওয়া কখনই সপ্রমাণ হইতে পারে না।

ইহার পোষকতার জন্য যে সকল রেওয়াএত বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহা নিতান্ত দুর্ব্বল ও অবিশ্বাস্য। ঐ গুলিকে হজরতের উক্তি বলিয়া দাবী করা কোন মতেই সঙ্গত হইবে না।"

## ধোকা ভঞ্জন;—

আমি ইতিপূর্ব্বে সপ্রমাণ করিয়াছি যে, কোর-আনের উক্ত আয়ত হইতে সর্ব্বপ্রকার সঙ্গীত সকল অবস্থায় হারাম হইয়াছে।

আর ইহার পোষকতায় ছাহাবাগণের রেওয়াএত ছহিহ প্রমাণিত হইয়াছে, আর উহা হুক্‌মি মরফু হাদিছ, কাজেই উহা হজরতের উক্তি বলিয়া দাবি করা অতি সঙ্গত।

সমাপ্ত।